EXAMPLARY AND INSTRUCTIVE

FEMALE BIOGRAPHY

COMPILED IN BENGALI.

BY

MARTHA SHOUDAMINI SINGH

A pupil of "The Calcutta Female Normal and Central Schools"
and Mistress of Connagore Female School.

নারী-চরিত।

শ্রীমতী সৌদামিনী সিংহ কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

কালিকাতা ফিমেল নর্ম্মাল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব
ছাত্রী এবং কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাদাত্রী।

কলিকাতা।

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

মুদ্রিত।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ।

অশুদ্ধ শোধন।

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	২	পারিত	পারিতেন
৪৬	১৫	বলোনা	বলোগণা
৫১	১৯	উলে	উঠে
৫৬	১৬	সহিত	লইয়া
১৮	২১	ওঅবসর	ও অবসর

এতদ্ব্যতীত যে দুই একটী সামান্য ভুল আছে অনুগ্রহ করিয়া পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

Dedication.

TO

THE REVD JAMES LONG,

MISSIONARY OF THE CHURCH MISSION SOCIETY,

A TRUE FRIEND OF INDIA

AND

ENCOURAGER OF VERNACULAR

LANGUAGE AND LITERATURE.

This Book is dedicated as a token of sincere respect and gratitude

BY

SHOUDAMINI SINGH.

উৎসর্গ।

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত রেভরেণ্ড জেমস্ লং

মহোদয়।

ভারতবর্ষের পরমবন্ধু ও এতদ্দেশীয় সাহিত্যের

উৎসাহ দাতা।

অতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি,

আপনার বিনয়াবনত দাসী,

শ্রীমতী সৌদামিনী সিংহ কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত হইল।

বিজ্ঞাপন।

মনুষ্য—প্রকৃতি অনুকরণে নিয়ত অনুরক্ত। অন্যের অবস্থা বা ভাব, মনে প্রতিভাসিত হইলে, তাহার আন্তরিক ও বাহ্য ক্রিয়ার অনুকরণ করিতে প্রায় সকলেরি প্রবৃত্তি জন্মে। বিশেষত বালক বালিকারা ইহাতে একান্ত তৎপর। পিতা মাতা ও বয়স্যগণ, সর্ব্বদা যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, উহারা প্রায় তাহাই করিয়া থাকে। বালকেরা যেরূপ কল্পিত বিচারপতি, শিক্ষক ও অশ্বারোহী হয়, বালিকারাও সেই রূপ কেলীগৃহ নির্ম্মাণ, ধূলির অন্ন ব্যাঞ্জন প্রস্তুত ও পুত্তলিকাকে সন্তানের ন্যায় লালন পালন করে; বস্তুতঃ সকলেই অনুচিকীর্ষা বৃত্তির অধীন। এই কারণেই জীবন চরিত শিক্ষা কার্য্যের এক প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। জীবন চরিত পাঠে দুই প্রকার ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ কেহ কেহ আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে নানা বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় মনোরথ সফল করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এক কালে অসংখ্য উপদেশ লাভ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ সেই সেই ব্যক্তির বর্ত্তমান কালীয় নানা দেশের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি প্রভৃতির বিশেষ জ্ঞান জন্মে।

অতএব বঙ্গবিদ্যার্থিনী বালিকাগণের শিক্ষা জন্য আমি কতগুলি বিদ্যাবতী, গুণবতী ও ধার্ম্মিকা নারীর জীবন চরিত ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় সংগ্রহ করিলাম। অদৃষ্ট বশতঃ ইংরাজী ও বঙ্গভাষায়, আমার সম্যক্ ব্যুৎপত্তি না থাকাতে, সঙ্কলন বিষয়ে ত্রুটি হইবার বিলক্ষণ

সম্ভাবনা; সুতরাং এই "নারীচরিত" যে সর্ব্বসাধারণের নিকট সুন্দররূপে গ্রাহ্য হইবে, ইহা কিছুমাত্র ভরসা করি না। এই বারে ইহাকে অতি হীন ও মলিন বেশে সাধারণ সমীপে সমর্পণ করা যাইতেছে। যদি বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ কৃপা প্রদর্শন পুর্ব্বক এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেন এবং বালিকাগণের শিক্ষা বিষয়ে, কথোঞ্চিৎ ফলোপধায়ক হয়, তাহা হইলে আমি সমুদায় পরিশ্রম সফল বোধ করিব এবং বারান্তরে ঐ উভয় ভাষাভিজ্ঞ কোন সদ্বিদ্বানের দ্বারা সংশোধিত ও আর কতকগুলি উৎকৃষ্ট মহিলার জীবন চরিত, ইহাতে সংযোজিত করিয়া দিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে আমার স্বামীর পরমবন্ধু শ্রীযুত বাবু চণ্ডিচরণ দে, ইহার অনুবাদ কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং মুদ্রাঙ্কন কালে পণ্ডিতবর শ্রীযুত জগন্মোহন তর্কলঙ্কার মহাশয়, ইহার কোন কোন অংশ দেখিয়া দিয়াছেন। যদি তাঁহারা সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে মাদৃশ জন দ্বারা কোন ক্রমেই ইহা সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ফলে তাঁহাদিগের অনুগ্রহেই আমি এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছি।

কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়।
১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ ১৬ ই জুন। } শ্রীমতী সৌদামিণী সিংহ।

নারী-চরিত।

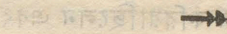

হানামুর।

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে গ্লৌসেষ্টর প্রদেশের অন্তঃপাতি ষ্টেপল্টন্ নগরে হানামুর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ, বিচক্ষণ ও সদ্গুণশালী ছিলেন। তাঁহাদিগের পাঁচটী কন্যা ছিল, তন্মধ্যে হানামুর অতীব বুদ্ধিমতী। হানামুর শৈশবকালেই বিদ্যাশিক্ষায় অতিশয় অনুরাগিণী হইয়া নিয়ত জ্ঞানচর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ সুমতি কামিনীটী শিক্ষাবিষয়ে এতাধিক নিবিষ্টমনা হইয়াছিলেন যে, সম্মুখে কাগজ পাইলেই তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস রচনা করিয়া মাতাকে দেখাইয়া আমোদ প্রকাশ ও সর্ব্বদা লণ্ডন নগরে যাইয়া পুস্তক বিক্রেতাদিগের বিপণীতে পুস্তক দর্শন এবং আচার্য্যদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য স্বীয় ভগিনীদিগকে উত্তেজনা করিতেন।

এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠভগিনী আপন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ব্রিষ্টল নগরে এক বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। হানা, দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অন্যান্য

ভগিনীদিগের সমভিব্যাহারে সেই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পাঠনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তিনি আপন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে ও ভগিনীর সমুচিত যত্নে অল্পকাল মধ্যে বিবিধবিষয়ক জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং স্বদেশ-প্রচলিত ভাষা শিখিয়া পিতার নিকট লাটীন ও অঙ্ক বিদ্যা অভ্যাস করিয়া তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপন্না হইয়া উঠিলেন। তিনি যে কেবল লাটীন ভাষা শিক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন এমত নহে, বিবিধ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে ফরাশী, স্পেনিশ ও ইটালীয় প্রভৃতি কয়েকটী আধুনিক ভাষায় সমধিক পারদর্শিতা লাভ করিয়া রচনাশক্তির উৎকর্ষসাধন জন্য অবকাশ পাইলেই লাটীন ও ইটালীয় ভাষা হইতে ইংরাজী ভাষাতে নূতন নূতন বিষয় সকল অনুবাদ করিতেন।

ক্রমে ক্রমে বিদ্যাবিষয়ে তাঁহার অসাধারণ যত্ন ও অনুরাগ জন্মিল। এমন কি তাঁহাকে বিদ্যালোচনা ব্যতীত প্রায় অন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেখা যাইত না। সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, তাঁহার অধ্যপনার প্রথম ফল স্বরূপ "সুখঅন্বেষণ" নামক এক খানি নাটক প্রকাশিত হইল। সেই রচনা দর্শনে, সকল লোকই তাঁহার বাল্যবুদ্ধির সুতীক্ষ্ণতায় অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল।

হানামুরের দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে টারনর নামক এক জন ধনবান্ পুরুষ, তাঁহার পাণিগ্রহণের অভি-

লাষ প্রকাশ করিলে পর, হানামুর তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন সুতরাং বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু যুবা টারনর কোন সামান্য হেতু দর্শাইয়া সে দিন বিবাহ কার্য্যটী স্থগিত রাখিলেন, এই রূপে প্রত্যেক নিশ্চিত দিবসেই টারনর নানা কারণ দেখাইয়া কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন। অবশেষে মিস মুরের ভগিনীগণ ও তাঁহার অপরাপর বন্ধুসমূহ একত্র হইয়া সেই টারনরকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি লজ্জিত হইয়া অতি সত্বরে এই বিষয়ের শেষ করিতে অঙ্গীকার করিলেন; কিন্তু মিস মুর দৃঢ় পণ করিলেন যে, তিনি বিবাহ করিবেন না। অবশেষে তাঁহার সম্মতি ক্রমে টারনর সাহেব তাঁহাকে বার্ষিক বৃত্তি করিয়া দিলেন ও আপন মৃত্যুকালে দশ সহস্র টাকা দান করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। মিস মুর সেই অবধি একান্তমনে স্বদেশের হিতচেষ্টা করিয়া জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। তদবধি কখন তাঁহার মুখে বিবাহের কথা শুনা যায় নাই।

অনন্তর বিদ্যাবতী হানা এক সময়ে লণ্ডন নগরে যাইয়া বাস করিলেন। তথাকার লোকেরা তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত সমাদর করিতে আরম্ভ করিল। অল্পকাল মধ্যে তিনি সকল প্রকার লোক সমাজে পরিচিত হইয়া নিয়ত সাধারণের উপকার চেষ্টায় বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার স্বভাব এরূপ সমাজ প্রিয় ছিল যে, যে ব্যক্তি একবার তাঁহার সহিত আলাপ

করিতেন, তিনি যাবজ্জীবন তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিত না। তিনি লণ্ডন নগরে এক পার্শ্বে সম্ভ্রান্তমহিলাকুল ও অপর পার্শ্বে ডাক্তর জনসন প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া কালহরণ করিতেন। এই সময়ে নিয়ত ধনী ও সম্ভ্রান্তগণের সংসর্গে, সহবাস করাতে তাঁহার ধর্ম্মচর্চ্চার অনেক হ্রাস হইয়াছিল। একদা ডাক্তর জনসন তাঁহাকে রবিবারে কোন কার্য্যে ব্যস্ত দেখিয়া কয়েকটী উপদেশ দেন, তাহাতে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পুনর্ব্বার একান্তমনে ধর্ম্মানুশীলন করিতে লাগিলেন। সেই অবধি আর কখন রবিবারে তাঁহাকে কোন কার্য্য করিতে দেখা যায় নাই। উত্তরোত্তর তাঁহার ধর্ম্মচর্চ্চা অধিক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তদবধি তিনি প্রতিদিন ধর্ম্মপুস্তক পাঠ জন্য একটী সময় নির্দ্ধারিত করিলেন, অনন্তর যাহা পাঠ করিতেন, তাহা প্রায় নিভৃত স্থানে বসিয়া চিন্তা করিতেন।

তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু ও কর্ত্তৃপক্ষ গেবিক নামক জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন ও সেই অবধি তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা গেল। তিনি ক্রমে ক্রমে নগরবাসী সম্ভ্রান্তদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবার মানসে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া ব্রিষ্টল নগরের অনতিদূরে "কাউস্লিপ গ্রীন" নামক পল্লীতে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় অহরহ ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন কার্য্যে মনঃসংযোগ ক-

রিতেন না। উত্তর কালে জনসমাজের হিতচেষ্টা ও স্বধর্ম্ম প্রচার করিতে পণ করিয়া দুঃখী ও দীনহীনদিগের অভাব মোচন এবং রোগীদিগের সান্ত্বনা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যে দীন ও দুঃখী সন্তানদিগের বিদ্যাদান জন্য স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন, অধার্ম্মিকবর্গের মনে চৈতন্য সম্পাদন ও পুস্তক প্রকাশ দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চার করা এই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য। হানাম্বর এই সকল কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবার জন্য বহু দিবস অবধি যত্ন করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহার ভগিনীরা আপন আপন কার্য্যের অবসর পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এই সময়ে একদিন তিনি আপন কনিষ্ঠ ভগিনী সমভিব্যাহারে নিকটবর্ত্তী পল্লিসমূহে ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন, যে তথাকার অধিবাসীরা অতিশয় মূর্খ ও ধর্ম্মবুদ্ধি হীন। তাহারা কেবল অসৎকর্ম্ম দ্বারা কাল হরণ করে। বিবি মুর এই সকল দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগিনীর সহিত উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে চেড্ডর নামক পল্লী মনোনীত করিয়া সেই স্থানে একটী বিদ্যামন্দির স্থাপন করিলেন। প্রথমতঃ কেহই আপন সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হয় নাই। পরে বিবিমর ও তাঁহার ভগিনী বহু আয়াসে তাহাদিগের

মন নত করিলে, তাহারা সকলেই আপন আপন সন্তান দিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। তিনি যুবকদিগের জন্য প্রতি রবিবারের সায়ংকালিক এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই বিদ্যালয়ে উক্ত গ্রামবাসী লোকদিগকে আহ্বান করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন, সুতরাং ক্রমশঃ উপদেশ দ্বারা তাহাদিগের মন সত্যপথে আনীত হইলে সকলেই ধর্ম্মানুশীলনে যত্নবান্ হইলে বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধির সহিত দিন দিন চেডর পল্লীর উন্নতিসাধন হইতে লাগিল।

বিবিমুর ও তাঁহার ভগিনীগণ চেডর পল্লীর উন্নত অবস্থায়, অত্যন্ত আহ্লাদিতা ও উৎসাহিতা হইয়া কয়েকটী বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা অজ্ঞদিগকে জ্ঞান ও অধার্ম্মিকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য অত্যন্ত যত্নবতী হইলেন। অনন্তর যে যে পল্লীতে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য ধর্ম্মোপদেশক ছিল না, মিস মুর ভগিনীদিগের সাহায্যে, নিকটবর্ত্তী এরূপ দশটী পল্লিতে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া ধর্ম্ম ও বিদ্যাদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

সমুদায় বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করা তাঁহাদিগের সাধ্য ছিল না, সুতরাং শীঘ্র অর্থের অনাটন হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা কি করেন, অগত্যা ধর্ম্মপরায়ণ ধনীদিগের নিকট দান প্রার্থনা করাতে, অল্প সময় মধ্যে বিপুল অর্থ সঞ্চয় হইলে, তাহাতে বিদ্যালয়ের ব্যয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের কয়েকটী বিদ্যালয়ে

প্রতিদিন ১২০০ ছাত্রের অধিকও অধ্যয়ন করিত, কিন্তু মিসমুর তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, বালকদিগের পিতা মাতাকে সময়ে সময়ে আহ্বান ও তাহাদিগের বাটীতে গমন করিয়া ধর্ম্মবিষয়ের আলাপ ও ধর্ম্মপুস্তক বিতরণ করাতে, অনেকানেক পরিবারের চরিত্র সংশোধন হইয়া ধর্ম্মপালনে মতি হইয়াছিল। তিনি বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধারণ ও দরিদ্র পরিবারদিগের ধর্ম্ম শিক্ষায় অধিক সময় অতিবাহিত করিয়াও অবকাশ পাইলেই সাধারণের কোন না কোন উপকার সাধন করিতেন। তাঁহার অসীম দয়ালুস্বভাবে সকলেই তাঁহাকে আপন আপন আত্মীয় স্বজন বিবেচনা করিত। তিনিও প্রতিবেশীমণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগের হিতচেষ্টায় অহর্নিশি ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার দানশীলতা, দয়া ও সকরুণ স্বভাবের যশঃসৌরভ রাজ্যের সমস্ত প্রদেশকে আমোদিত করিয়াছিল।

বিবি মুর বিদ্যালয় সংস্থাপন দ্বারা দরিদ্রসন্তানদিগকে বিদ্যাদান করিয়াই যে কেবল ক্ষান্ত ছিলেন, এমত নহে; সজাতীয় ধর্ম্ম প্রচার জন্য কয়েক খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কতিপয় ফরাশী ও অন্যান্য পণ্ডিত খৃষ্টধর্ম্ম বিরুদ্ধে পুস্তক প্রচার করিলে, ইংলণ্ডবাসী অনেকানেক ব্যক্তি সেই মত গ্রহণ করিল। ধর্ম্মভীত লোকেরা নাস্তিকদিগের এই রূপ ক্রমশঃ প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, তাহাদিগের প্রতিকূলে লেখনী ধারণ করিতে

মিস মুরকেই লক্ষ্য করিল। তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য অনুরোধ পত্র আসিতে লাগিল। সকলেই এই সুকঠিন কার্য্য সাধন করিতে তাঁহাকে বিস্তর সাধনা করিলে, তিনি প্রথমতঃ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে সকলের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া "পল্লী গ্রামবাসিদিগের কথোপকথন" নামক এক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করিলেন। এই পুস্তক প্রচার হইবামাত্র অতি সত্বরে রাজ্যের সমস্ত প্রদেশবাসী লোকেরা আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে লাগিল এবং স্কট্লণ্ড, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী রাজ্যে নীত হইয়া কৃতবিদ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক সবিশেষ আদৃত হইল। প্রথম বারের মুদ্রিত পুস্তক সকল নিঃশেষ হইতে না হইতেই অনেকানেক দেশহিতৈষী ব্যক্তিরা আপন আপন ব্যয়ে বহু সহস্র সংখ্যা মুদ্রিত করিয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। গ্রন্থকর্ত্রী মিস মুরের আর সম্মানের পরিসীমা রহিল না। সকলেই তাঁহাকে এক অসামান্যা স্ত্রী লোক বিবেচনা করিয়া মহাত্মাদিগের মধ্যে পরিগণিত করতঃ যথোচিত সম্ভ্রম ও সমাদর প্রদান করিতে লাগিল।

ফরাশি পণ্ডিতেরা তাহাতেও নিরস্ত্র না হইয়া অল্প বুদ্ধি ব্যক্তিদিগকে স্বমতে আনয়ন জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিবি মুর পুনর্ব্বার

সকলের উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া এক সুবিস্তীর্ণ পুস্তক প্রচারে প্রবৃত্তা হইলেন। এই তাঁহার "সুলভ ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থাবলী" নামক পুস্তক সমূহ প্রচারের সূত্রপাত। এই পুস্তক প্রকাশ হইবামাত্র নানা স্থান হইতে অসংখ্য ব্যক্তি তাহা ক্রয় করিতে লাগিল। এমন কি, প্রথম বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ পুস্তক বিক্রীত হইয়াছিল। দূরস্থ লোকদিগের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে সভা সংস্থাপিত হইয়া অধিক পরিমাণে পুস্তক প্রচারিত হইলে, স্বধর্ম্মত্যাগীর একেবারে দমন হইয়া গেল। বিবি মুর লোকদিগের নিকট আপনাকে গোপন রাখিবার নিমিত্ত আপন পুস্তকে স্বীয় নাম সন্নিবেশিত করেন নাই, কিন্তু তাহা কোন মতে অধিক কাল সংগোপন রহিল না। কিছু দিন পরে প্রকাশ হইলে তাঁহার আর সমাদরের পরিসীমা রহিল না। তখন চতুর্দ্দিক হইতে প্রশংসার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। হানামুর এই রূপে উৎসাহ পাইয়া অধিক পুস্তক প্রকাশ করিতে মানস করিয়া একাদিক্রমে তিন বৎসর কাল ঐ পুস্তকশ্রেণী ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অনন্তর হানামুর ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারদিগের চেতনার জন্য কএক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার অভিলাষ করিয়া ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে "সাধারণ সমাজের প্রতি মহৎদিগের কর্ত্তব্য সাধন বিষয়ক চিন্তা" নামক এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রচার করেন। তিনি এক জন বহুদর্শী নীতিজ্ঞের ন্যায় পরিপাটী রূপে এই পুস্তক খানি রচনা

করিয়াছিলেন। ইহাতে ধনী সন্তানদিগের প্রধান প্রধান ভ্রম ও সংসর্গদোষের উল্লেখ করিয়া যুক্তি দ্বারা এ প্রকার অনুযোগ ও ভৎর্সনা করিয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন "আমাকে ইহার গ্রন্থকর্ত্রী জানিলে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারেরা আমাকে দ্বার প্রবেশের নিষেধ করিবেন" যাহা হউক এই পুস্তক পাঠ করিয়া অনেকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, ও প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পরিবারেরা এক এক খানি ক্রয় করিয়া আপন বাটী মধ্যে রক্ষিত করেন। ইহার গ্রাহকশ্রেণী এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কয়েক মাসের মধ্যে এই পুস্তক অনেক বার মুদ্রিত হইয়া এক কালে নিঃশেষিত হইয়া গেল। তৃতীয়বার মুদ্রিত কয়েক সহস্র পুস্তক চারি ঘণ্টা কাল মধ্যে আশ্চর্য্য রূপ বিক্রীত হইয়াছিল। এই পুস্তক প্রচারের দুই বৎসর পরে, তিনি "ধনীদিগের ধর্ম্মালোচনা" নামক আর এক খানি পুস্তক প্রচার করেন।

এই পুস্তক সত্যধর্ম্মপ্রতিপালনের রীতি নীতি ও ধনীদিগের পরিবারের অন্তর্গত নানাপ্রকার দুষ্কর্ম্মের বিষয় উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে তিনি উপর্য্যুপরি কয়েক খানি পুস্তক রচনা করিয়া প্রচারিত করেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার রচনা শক্তিরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার ষাটি বৎসর বয়সের পর একাদশ খানি পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়। তৎকৃত সকল পুস্তকই লোক সমাজে তুল্যরূপে সমাদৃত

ও গৃহীত হইয়াছিল এবং পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হইলেও গ্রাহক শ্রেণীর ন্যূনতা দৃষ্ট হয় নাই। আমেরিকাবাসীরা তাঁহার পুস্তক সকল সমাদর পূর্ব্বক স্বদেশে মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। অনন্তর তৎপ্রণীত কয়েক খানি গ্রন্থ পৃথিবীর নানা দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া তত্তদ্দেশীয় লোকের মনোরঞ্জন করিয়াছিল।

তিনি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বালিউড নামক পল্লীতে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিলেন ও তথায় আপন ভগিনীগণের সহিত একত্র হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, নগর হইতে দূরে বাস করিলে, প্রতি দিন অধিক লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইবে না, সুতরাং নিভৃত প্রদেশে আপন অভীষ্ট সাধন করিব। কিন্তু তাঁহার সে আশা ফলবতী হইল না, তাঁহার নূতন বাটীতে ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক লোক গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিল। প্রতি দিন নগরবাসী কি ধনী, কি দীন প্রত্যেক ধার্ম্মিক লোকেরা তথায় উপস্থিত হইয়া, সাধারণের হিতসাধন বিষয়ের নানা প্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মকাল আসিলে বারলিউড স্থানের শোভার আর পরিসীমা রহিল না; বৃক্ষলতাদির নূতন শাখায় নূতন পল্লবাদি বহির্গত হওয়াতে চতুর্দ্দিক হরিন্ময় করিল। সেই সময়ে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা দলবদ্ধ হইয়া নিয়ত বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে পাদবিহার করিতে করিতে নানা পবিত্র বিষয়ের আলোচনা করি-

তেন, দৃষ্ট হইত। প্রতিদিন হানামুর বহুসংখ্যক লোককে আহ্বান করিয়া আহারাদি দ্বারা আমোদ প্রকাশ করিতেন। সেই রমণীয় স্থানকে "ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মপুস্তক বিতরণের সভা" বলিলে বলা যাইতে পারে। কেননা, তথায় প্রত্যেক যাজক ও ধার্ম্মিক লোকেরা আগমন করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা ও প্রতিবেশীদিগকে ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থাদি বিতরণ করিতেন। ক্রমে ক্রমে সুশীলা হানার বয়োধিক হওয়াতে বর্ষিয়সীগণ মধ্যে পরিগণিতা হইলেন। বহুকালাবধি কঠিন পরিশ্রম করিয়া আসাতে, এই সময়ে তাঁহার মধ্যে মধ্যে পীড়া হইতে লাগিল; শরীর ক্রমে জীর্ণ ও ক্লিষ্ট হইল বটে, তথাপি তাঁহার চিন্তাশক্তির কোন হানি হয় নাই। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সাধারণের উপকারজনক বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভগিনীর মৃত্যু হয়, পরে কয়েক বৎসর মধ্যে আর দুইটীও কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে, হানামুর অত্যন্ত শোকার্ত্তা হন। এক্ষণে কেবল তিনি ও তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের সহকারিণী তদীয় কনিষ্ঠ ভগিনী মাত্র জীবিত ছিলেন।

তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, সকল ভগিনী অপেক্ষা দীর্ঘজীবিনী হইয়া সেই মনোহর বার্লিউড পল্লীতে একাকী বাস করিবেন। এজন্য একদা তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, বার্লিউড স্থানের ভূরি ভূরি প্রশংসা করাতে, তিনি দুঃখি-

তান্তঃকরণে কহিয়াছিলেন যে, "আপনি বার্লিউড" প্রদেশের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতেছেন বটে; কিন্তু তাহা আমার চক্ষে বিষতুল্য বোধ হইতেছে। কেননা, তথায় আমাকে প্রিয়তম ভগিনীগণের শোকে অভিভূত হইয়া একাকিনী বাস করিতে হইবে"। তিনি যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহাই ঘটিল। অর্থাৎ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ ভগিনীর মৃত্যু হইল। তিনি আপনার সহকারিণী ভগিনীর মৃত্যুতে অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়াও স্বাভাবিক ধৈর্য্যশীলতাগুণে সান্ত্বনা লাভ করিলেন। হানামুর এই সময়ে লিখিয়াছিলেন যে, "এতকাল পরে আমার জগতের সান্ত্বনাকারিণী, সৎকার্য্যের মন্ত্রিণী ও একমাত্র সহকারিণীকে হারাইয়াছি"। সেই সময়ে তিনি এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহা তাঁহার রচনার শেষ গ্রন্থ হইলেও লোকের নিকট সমধিকরূপে সমাদৃত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে পরিতাপিত হানার কিছুমাত্র শোকোপশম হয় নাই। তিনি যদিও বার্লিউড পল্লীতে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তথাপি নানা কারণে অত্যন্ত উত্যক্ত হওয়াতে অবশেষে পূর্ব্ববাসস্থান ত্যাগ করিয়া ক্লিফটন প্রদেশে বাস করিলেন। এই স্থানে আগমনাবধি তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের সহিত মানসিক বৃত্তি সমূহেরও ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইল। তখন তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল, সুতরাং

বৃদ্ধকালসুলভ নানা প্রকার পীড়া হইতে লাগিল। অবশেষে সময়ে সময়ে বক্ষঃস্থলে এক প্রকার বেদনা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আরো জীর্ণ করিল। তখন তিনি আপন অন্তিমদশা জানিয়া ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক অহর্নিশি ধর্ম্মচিন্তায় সময় যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল ও পরিশেষে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মার ন্যায় অনন্ত শয্যায় শয়ন করিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ৭ ই সেপ্টেম্বর দিবসে তাঁহার মৃত্যু হইল।

হানামুর আপন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সৎকার্য্য প্রভাবে জাগতিক কামিনীগণ মধ্যে এক প্রধানা স্ত্রীলোক রূপে গণ্য হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবস্থায় বহুবিধ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে লেখা পড়া শিক্ষা করেন ও স্বজাতীয় ধর্ম্মের উন্নতি চেষ্টায় যাবজ্জীবন যাপন করেন। দেখ বিদ্যা কি চমৎকার পদার্থ! কেবল বিদ্যাপ্রভাবেই হানামুর কি ধনী, কি দীন, কি পণ্ডিত, কি সম্ভ্রান্ত সকল লোকেরই স্নেহের পাত্রী হইয়াছিলেন। ডাক্তর জনসন্ প্রভৃতি মহাত্মারা, তাঁহার বিদ্যা থাকাতেই কেবল এতাধিক সমাদর করিতেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল, যাহাতে ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি হয় সেই জন্য নিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন। দীন হীনদিগের জ্ঞানদান ও ধর্ম্মবিহীনদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া, তাঁহার এক মাত্র কার্য্য ছিল। তিনি স্ত্রীলোক হইয়া

এই সকল সুকঠিন কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন বলিয়া মহাত্মাদিগের মধ্যে গণনীয়া হইয়াছিলেন। যাহারা বাল্যকালে যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত লেখা পড়া শিক্ষা করে এবং সর্ব্বদা পরোপকারে প্রবর্ত্ত থাকে, তাহারা হানাম্বরের ন্যায় সম্মান ও কীর্ত্তিলাভ করিবে তাহার সন্দেহ নাই।

এথেনেস্।

প্রায় ৪০২ খৃষ্টাব্দে গ্রীসের অন্তঃপাতী এথেন্স নগরে এথেনেস্ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম লিওনেন্সস্। তিনি গ্রীসদেশীয় এক জন সামান্য লোক ছিলেন বটে; কিন্তু বিদ্যাজ্যোতিতে তাঁহার হৃদয়মন্দির আলোকিত ছিল সুতরাং বিদ্যার গুণগরিমা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তজ্জন্যই তিনি স্বয়ং নিজকন্যার লেখা পড়ার ভার লইয়া স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এথেনেস্ ও সাতিশয় অনুরাগসহকারে প্রতিদিন নূতন নূতন পাঠ অভ্যাস করিয়া অল্পকালের মধ্যে পিতার অনুগ্রহপাত্রী হইয়া উঠিলেন। তিনি বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে এরূপ একান্তমনা হইয়াছিলেন যে, ক্ষণকালের জন্যেও আলস্যের অনুরোধে বিশ্রামের অধীনতা স্বীকার করিতেন না। গৃহকর্ম্ম সমাধা হইলেই কেবল পাঠ্যপুস্তক লইয়া অবিচলিতচিত্তে বিদ্যালোচনা

করিতেন। কন্যার বিদ্যাশিক্ষায় এরূপ যত্ন ও উৎসাহ দেখিয়া, লিওনেন্সন্ আনন্দমনে তাঁহাকে বিজ্ঞান, দর্শন ও পুরাণ শাস্ত্র প্রভৃতির শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। কুমারীও কায়মনে পরিশ্রম করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে সমধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করিলেন ও দিন দিন জনসমাজের অনুরাগপাত্রী হইতে লাগিলেন। ফলতঃ বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার যেরূপ জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই রূপ নম্রতা ও সুশীলতা প্রভৃতি সদ্গুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিল। সুতরাং দেশীয় অনেকানেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁহার পাণিগ্রহণে সচেষ্টিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে অকস্মাৎ লিওনেন্সেসের উৎকট পীড়া হওয়াতে, তিনি আপন অন্তিম সময় উপস্থিত জানিয়া সমস্ত সম্পত্তি সন্তানদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে অভিলাষ করিলেন এবং ভাবিলেন, এথেনেস্ যে রূপ অসামান্য লাবণ্যবতী ও সদ্গুণশালিনী, তাহাতে বোধ হয় সে অবশ্য কোন ভাগ্যবান্ পাত্রে ন্যস্ত হইবে, ও আপনার ভরণপোষণ যোগ্য যৌতুক পাইবে তাহার সন্দেহ নাই। অতএব তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ দিয়া অবশিষ্ট সমুদায় সম্পত্তি তাহার ভ্রাতৃগণকে বিভাগ করিয়া দেওয়াই উচিত। এই স্থির করিয়া সমস্ত ধন আপন পুত্রদিগকেই বণ্টন করিয়া দিলেন।

এথেনেস্ পিতার এই রূপ অন্যায় আচরণ দেখিয়া সাতিশয় ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ চিত্ত হইয়া ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক

কহিলেন হে ভাতৃগণ! পিতৃধনে তোমাদিগের ও আমার তুল্য রূপ অধিকার আছে, অতএব অন্যায় পূর্ব্বক তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করা কোন মতেই তোমাদিগের উচিত নহে। তাঁহার ভ্রাতারা ভগিনীর ঈদৃশ বাক্যে একেবারে ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে পৈতৃকবাটী হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলেন। এথেনেস তখন কি করেন, নিরুপায় হইয়া পিতৃব্য-পত্নীর বাটীতে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার পিতৃব্যপত্নী বাল্যকালাবধি তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এক্ষণে আদর পূর্ব্বক আপন গৃহে স্থান দিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণের বিপক্ষে রাজ-দ্বারে বিচার প্রার্থনা করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। এথেনেস পিতৃব্যপত্নীর উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে কন্‌ষ্টান্‌টিনোপল নগরের রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে সম্রাট্ দ্বিতীয় থিয়োডোসস্ আপন ভগিনী পলচেরিয়ার সহিত একত্রে রাজ্য করিতেন। এথেনেস্ সেই রাজভগিনীর সমক্ষে ভ্রাতৃগণের অন্যায় আচরণের কথা বর্ণন করিয়া বিচার প্রার্থনা করিলেন। কুমারী পলচেরিয়া এথেনেসের মোহ-নমূর্ত্তি ও বিনীত স্বভাব দর্শনে বিমোহিতা ও করু-ণার্দ্রীভূতা হইয়া, তাঁহার যাবতীয় বৃত্তান্ত মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন এবং বিপক্ষদিগের যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুর ব্যবহার অবগত হইয়া সম্রাটের নিকট সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে, সম্রাট্ তাঁহার অসাধারণ গুণগরিমার

পরিচয় পাইয়া ও অলোকসামান্য রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে আপনার প্রিয় সহচরী রূপে বরণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। এথেনেস সহসা এই রূপে আপনার ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া, অসীম আনন্দ লাভ করিলেন। সম্রাটও দিন দিন তাঁহার প্রতি যথোচিত প্রণয় প্রকাশ দ্বারা তাঁহাকে পরম পরিতোষ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ এথেনেসকে খৃষ্টধর্ম্মে শিক্ষিত করিবার জন্য উপদেশক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা জ্ঞানোদয় হইলে, এথেনেস দেশীয় পৌত্তলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় লইলেন। পরে রাজকীয় যাজক তাঁহার জল সংস্কার সম্পন্ন করিয়া তদীয় খৃষ্টীয় নাম ইতোথিয়া রাখিলেন। অনন্তর দিন স্থির হইলে, মহাসমারোহ পূর্ব্বক সম্রাট থিয়োডোসস্, এথেনেসের পাণিগ্রহণ করিলেন। এথেনেস রাজসহধর্ম্মিণী হইয়া পরম সুখে ও সচ্ছন্দমনে রাজভবনে বাস করিতে লাগিলেন এবং আপনার অসামান্য সদ্গুণে আগষ্টা* উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পর বৎসর এক কন্যা প্রসব করিলেন।

---

* পূর্ব্বকালে রোম দেশীয় সম্রাট ও তদীয় রাজমহিষীরা কোন মহৎ কার্য্য দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ হইলে সম্রাটেরা আগষ্টস ও রাজ্ঞীরা আগষ্টা উপাধি প্রাপ্ত হইত।

রাজমহিষী এথেনেস সামান্য বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু বিদ্যোপার্জ্জন বিষয়ে অসাধারণ অধ্যবসায় থাকাতে, পরিশেষে তিনি এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন। এথেনেস এতাদৃশ সৌভাগ্যশালিনী হইলেও তদীয় নির্ম্মল স্বভাবে কখন কোন দোষ স্পর্শ হয় নাই। তিনি আপনাকে পূর্ব্বের ন্যায় সামান্য বোধে সকলের সহিত তুল্য রূপে স্নেহ ও আলাপ করিতেন। যদিও তিনি নিরন্তর বিলাসিরাজপরিবারে বেষ্টিত হইয়া নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, তথাপি ক্ষণকালের জন্যেও বিদ্যালোচনায় বিরত হন নাই। যৌবনসুলভ চপলতাসত্ত্বেও তিনি নিয়ত গ্রীক ও রোমীয় ভাষার চর্চ্চা করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যশাসনবিষয়ে স্বামীর আনুকূল্য ও প্রতিনিয়ত ধর্ম্মশিক্ষা করা তাঁহার প্রধান কার্য্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। তিনি খৃষ্টীয় পুরাতনধর্ম্মনিয়ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমূহের কএক অধ্যায় মূলের ব্যাখ্যা বা টীকা লিখিয়া ধার্ম্মিকবর্গের প্রীতিদায়িনী হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার স্বামী দ্বিতীয় থিয়োডোসস্ সম্রাটের পারস্য দেশ জয় সংক্রান্ত বিষয়টীকে "পারস্য রাজ্য জয়কীর্ত্তি" এই নাম দিয়া এক খানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন এই পুস্তক সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে লোকসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ লেখক গিবন, তাঁহার রচানশক্তির উল্লেখ করিয়া কহিয়াছেন যে, "তাঁহার রচনা যদিও

তৎকালের অজ্ঞলোকদিগের নিকট বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আধুনিক সূক্ষ্মদর্শীগণও তাহা অপকৃষ্ট বোধ করেন নাই"।

কিছুকাল পরে এথেনেস কন্যার বিবাহকার্য্য সমাধা পূর্ব্বক তীর্থযাত্রার অভিলাষ প্রকাশ করিলে সম্রাট তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া অনুমতি প্রদান করিলেন।

অনন্তর রাণী আবশ্যকমত সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্ব রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অবশেষে আন্তিখীয় নগরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া স্বর্ণ ও বহুমূল্য রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক নগরের আয়তন বৃদ্ধি ও প্রকাশ্য স্নানাগার পুনসংস্থাপন বিষয়ক এক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিলেন। তিনি এই বিষয়ের সমাধা জন্য নিজ কোষ হইতে অপরিমিত অর্থ দান করেন। পরিশেষে তিনি সমুচিত সম্ভ্রম ও স্মরণার্থ বহুমূল্য রত্নাদি উপঢৌকন সমভিব্যাহারে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাণী এথেনেস্ পূর্ব্বাবধি আপন সন্তান জন্য স্বামীর অত্যন্ত প্রণয়িণী ছিলেন, অধুনা পূর্ব্বরাজ্য হইতে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে কথঞ্চিৎ দোষস্পর্শ হইল। উত্তরোত্তর অহঙ্কারের অনুগামিনী হওয়াতে নানা প্রকার উচ্চাভিলাষ তাঁহার মনকে নিয়ত যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তখন তিনি রাজমন্ত্রিগণের কুপরামর্শ পরতন্ত্র হইয়া আপন উপকারিণী রাজকুমারীকে পদচ্যুত

করিয়া স্বয়ং সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিতে অভিলাষিণী হইলেন ও ছলনা পূর্ব্বক সম্রাটের নিকট নিয়ত রাজকুমারীর দোষ ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। পলচেরিয়া তাঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া প্রতিহিংসার্থে তাঁহার প্রতি কোন ভয়ানক দোষারোপ করিয়া একেবারে সম্রাট-সমক্ষে সেই দোষ প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। সম্রাট ভগিনীর বাক্যে সন্দিহান হইয়া স্বীয় পত্নী এথেনেসকে সম্ভ্রমচ্যুত ও অপমানিত করিতে ক্ষণমাত্র কাল বিলম্ব করিলেননা।

এই রূপে এথেনেস্ আপন মন্দবুদ্ধির সমুচিত প্রতিফল পাইয়া সাতিশয় অনুতাপ ও বিলাপের বশবর্ত্তিনী হইলেন। যখন দেখিলেন একবারে সম্রাটের মনোভঙ্গ হইয়াছে, তখন মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, আর এ নগরীতে আমার বাস করা কর্ত্তব্য নহে; তীর্থস্থান যিরুশালম নগরে যাইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করাই বিধেয়। মনোমধ্যে এই রূপ স্থিরসংকল্প করিয়া সম্রাটের নিকট অনুমতি যাচ্ঞা করিলেন। সম্রাট তাহা অবাধে গ্রাহ্য করিলে, তিনি রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপরাধিনীর ন্যায় নগর বহিষ্কৃত হইয়া যিরুশালম নগরে যাত্রা করিলেন। তথায় বাস করিয়া ভজনালয় সংস্থাপন, দীনহীনদিগের অভাবমোচন ও আহার দান প্রভৃতি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার প্রিয়তম দুহিতার

দুরবস্থা ও স্বামীর মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাহাতে বিস্তর শোক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইলে ধর্ম্মক্ষেত্রবাসী ধার্ম্মিকগণের সহবাসে থাকিয়া মহিষীর চরিত্র সংশোধিত হইল। কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তা কহেন যে, কিছু দিন পরে তিনি সম্রাটকে সান্ত্বনা করিয়া পুনর্ব্বার কনষ্টান্টিনোপল নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্বামীর বিশ্বাস ও স্নেহপাত্রী হইয়া সুখসচ্ছন্দে তথায় বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কোন মতে বিশ্বাসযোগ্য নহে; কেননা ইহা নিশ্চিত আছে যে, তিনি জীবনের নানা অবস্থা ভোগ করিয়া অবশেষে ৬৭ বৎসর বয়ঃক্রমে ন্যূনাধিক ৪৬৯ খৃষ্টাব্দে যিরুশালম নগরে দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি মহাজ্ঞানীর ন্যায় আপন নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগের মত স্থিরভাবে অনন্তশয্যাশায়িনী হইয়াছিলেন।

দেখ এথেনেস্ একজন সামান্য গৃহস্থের কন্যা; কেবল বিদ্যাবিষয়ে আন্তরিক যত্ন ও অনুরাগ থাকাতে এক প্রধান জনপদের রাজমহিষী হইয়া সকলের প্রীতিপাত্রী হইয়াছিলেন। তিনি প্রচুর প্রভুত্ব ও অসাধারণ ক্ষমতা পাইয়াও কখন কাহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেন নাই; বরং সুযোগ পাইলে সাধারণের উপকারের জন্য অর্থ ব্যয় ও কায়মনে উৎসাহ দান করিতেন। এথেনেস্ নিয়ত রাজপরিবারে বেষ্টিত থাকিয়াও বিদ্যা ও ধর্ম্মচর্চ্চায় সতত অনুরক্তা ছিলেন। কখন অলীক আমোদ তাঁহার অন্তঃক-

রণে স্থান পায় নাই; কেবল একবার শঠপ্রধান মন্ত্রিগণের কুমন্ত্রণায় আপন উপকারিণী রাজকন্যার প্রতি নিন্দাবাদ করেন; কিন্তু তন্নিমিত্ত পরিশেষে অপরিসীম অনুতাপ করিয়াছিলেন। যদ্যপি শৈশবাবস্থায় লেখা পড়া শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ না থাকিত ও সমধিক পরিশ্রম স্বীকার না করিতেন, তবে কখন এরূপ অসামান্য রাজ্যেশ্বরী ও পরোপকারিণী হইয়া বিখ্যাত হইতে পারিতেন না। যে বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তাহাতে সামান্য কামিনীগণের ন্যায় কষ্টভোগ সহ্য করিতে হইত, সন্দেহ নাই।

বিবি কারটর।

১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি কেণ্ট প্রদেশে বিবি কারটর জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা ঐ স্থানের ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন। যাহাতে কন্যার বিলক্ষণ রূপে লেখা পড়া শিক্ষা হয় তন্নিমিত্ত তিনি বিশেষ ইচ্ছুক হইয়া আপনি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু কারটরের স্বাভাবিক সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকাতে বহু পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াও শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারিলেন না। সুতরাং ভাবিকালে যে তিনি এক জন অসামান্য বিদ্যাবতী ও বিবিধ গুণে গুণবতী হইয়া জন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন, তাহা স্বপ্নে-

রও অগোচর। আদৌ তাঁহার এরূপ স্থূল বুদ্ধি ছিল যে, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রথম শিক্ষার কয়েক খানি পুস্তক ভালরূপে অভ্যাস করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার জনক, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়া পাঠনাকার্য্যে তাঁহাকে ক্ষান্ত থাকিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু কারটর পিতার বাক্য না শুনিয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন ও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে কোন প্রকারে হউক বিদ্যা শিক্ষা করিব, কখনই ইহাতে ক্ষান্ত হইব না। তিনি এই রূপে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অহোরাত্র শিক্ষাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। এমন কি রজনীর অধিকাংশ কাল নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কেবল এক মনে পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। নিদ্রাকর্ষণের ভয়ে সিক্ত বস্ত্র মস্তকের পুরোভাগে জড়াইয়া রাখিতেন। তাঁহার পিতা, কন্যার বিদ্যা উপার্জ্জনে এরূপ অনুরাগ দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু কি জানি, দিবারাত্রি কঠিন পরিশ্রম দ্বারা উৎকট পীড়া হইতে পারে ভাবিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, কারটর! তোমার অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠ অভ্যাস করিবার আবশ্যক নাই, দ্বিপ্রহর রাত্রি মধ্যে অধ্যয়ন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া নিদ্রা যাইও। কারটর কি করেন পিতার আজ্ঞানুসারে প্রতিদিন দ্বাদশ ঘটিকা রাত্রির মধ্যে সমুদায় পাঠ সমাপ্ত করিয়া শয়ন করিতেন

ও প্রত্যূষে নিদ্রোত্থিত হইয়া গৃহকার্য্য করিতে পারেন, এজন্য শয্যার পার্শ্বে একটী ঘণ্টা ঝুলাইয়া তাহাতে রজ্জু বদ্ধ করণান্তর উদ্যানে বাঁধিয়া রাখিতেন। প্রত্যহ প্রভাতকালে ধর্ম্মশালার পরিচারক আপন কার্য্যে যাইবার সময়ে ঐ রজ্জু আকর্ষণ করিলেই ঘণ্টাধ্বনি হইত, সুতরাং তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, শয্যা হইতে উঠিয়া দৈনিক গৃহকার্য্য সমাধা করিতেন। বিবি কারটর এই রূপ বহু পরিশ্রমের পর, বিদ্যাবিষয়ে বিশেষ কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি একেবারে গ্রীক, লাটিন, ফরাশী, ইটালী, স্পেনীশ পর্টুগিজ, হিব্রু ও আর্ব্বি প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। ইতিহাস, জ্যোতিষ, অঙ্ক ও পুরাকালিক ভূগোল শিক্ষায় তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। এই প্রকারে বিবি কারটর অল্প বয়সে নানা ভাষায় বিশিষ্টরূপ জ্ঞান উপার্জ্জন করাতে, তৎকালজীবী সমস্ত কৃতবিদ্যবর্গের পরিচিত হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তর জন্‌সন্, তাঁহার অধ্যয়ন বিষয়ে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া আপন গ্রন্থে প্রকাশ করেন যে, বিবি কারটরের তুল্য তৎকালে কেহই গ্রীক ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে নাই।

ডাক্তর শিকর নামক এক সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মাধ্যক্ষের সহিত তাঁহার এতাদৃশ প্রণয় হইয়াছিল যে, ঐ ব্যক্তির স্ত্রী-বিয়োগ হইলে পর, সকলে অনুমান করিয়াছিল, তিনি

বিবি কারটরের পাণিগ্রহণ করিবেন। কিন্তু কারটর তাহা নিয়ত অস্বীকার করিয়া কহিতেন যে, তিনি কেবল বন্ধুত্বে বশীভূত হইয়া এরূপ স্নেহভাব প্রকাশ করেন বাস্তবিক পরিণয়াকাঙ্ক্ষিণী নহেন। নরউইচ্ পল্লীর বিশপ, ডাক্তর হেটর, (পরে যিনি লণ্ডন নগরের বিশপের বা ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত হন) তাঁহার বিষয়েও ঐরূপ জনরব হয়, বস্তুতঃ এই জনরব অমূলক নহে, কারণ কোন সময়ে উক্ত বিশপদ্বয় ও বিবিকারটর একত্র উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ডাক্তর শিকর পরিহাসচ্ছলে হেটরকে সম্বোধিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! সকলে আমাদিগের উভয়কে মান্যা কারটরের পরিণয়াভিলাষী স্থির করিয়াছে; বস্তুতঃ আমার তাহাতে অভিলাষ নাই, এক্ষণে তাঁহাকে, তোমায় অর্পণ করিলাম। তুমি পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া সুখী হও।

অনন্তর বিবি কারটর ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ইপিক্টিটস নামক লাটিন গ্রন্থের ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ, ভূমিকা ও টীকা প্রচার করেন। এই অনুবাদকার্য্য এরূপ সুন্দর রূপে সিদ্ধ হইয়াছিল যে, ইহা এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া দেশ বিদেশে বিখ্যাত হইল। তিনি ডাক্তর জন্‌সন্ কৃত "রেম্বলার" নামক সাময়িক পত্রের এক জন সহকারী লেখক ছিলেন এবং ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে একখানি পদ্যময় কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেক লোকেই পরিতুষ্ট হইয়াছিল, বস্তুতঃ তৎকৃত

সকল পুস্তক অপেক্ষা ইপিক্‌টিটস্‌ গ্রন্থের অনুবাদ অতি-উৎকৃষ্ট। তদ্দ্বারাই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হয়। জীবনের শেষকাল পর্য্যন্তও তাঁহার বিদ্যালাভের লালসার শেষ হয় নাই; তখনও তিনি নিয়মিতরূপে হিব্রু, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার আলোচনা করিতেন।

বিবি কারটর মাতৃক্রোড়ের ন্যায় আপন জন্মভূমির প্রতি অত্যন্ত অনুরাগিণী ছিলেন; তজ্জন্য সর্ব্বদা স্বগৃহে অবস্থান করিয়া কালহরণ করিতেন।

তিনি প্রতি বৎসর এক এক বার লণ্ডন রাজধানীতে গমন করিয়া আপন বন্ধু-বান্ধব-বর্গের সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণ করিয়া আসিতেন। তৎকালীন নগরবাসীরা তাঁহাকে আপন আপন বাটীতে কিছুকাল রাখিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিত। কিন্তু তিনি বিনয় দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া সত্বরে আপন জন্ম স্থানে প্রত্যাগত হইতেন। তিনি অতি সরল স্বভাবা, অপরিসীম নীতিজ্ঞান সম্পন্না ও সকলের প্রতি দয়াশীলা ছিলেন তজ্জন্য, সকলের নিকট প্রচুর সম্মান প্রাপ্ত হন। বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত তিনি সকলের আদরণীয়া হইয়া ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারিতে লণ্ডন নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন।

দেখ, বিবি কারটর কেমন চমৎকার স্ত্রীলোক! বাল্যকালে কত যত্ন ও কত পরিশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক স্থূল বুদ্ধি হইয়াও অচলপ্রতিজ্ঞা সহকারে

অধ্যয়ন করিয়া বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন করেন। ফলতঃ কেবল অপরিসীম উৎসাহ ও একান্ত যত্নের গুণেই তাঁহার অসাধারণ বিদ্যালাভ হইয়াছিল। বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্য অসীম কষ্ট সহ্য করিয়া, শেষে গ্রীক, লাটিন ও হিব্রু প্রভৃতি বহুতর ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্না হইয়া পণ্ডিত সমাজে গণ্যা ও মাননীয়া হন। বস্তুতঃ, কেবল পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে তিনি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা আপন নাম চিরস্থায়ী করিয়া গিয়াছেন; নতুবা কেহই তাঁহাকে জানিতে পারিত না। যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, স্ত্রীজাতি সমধিক বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ বিষয়ে কখন কৃতকার্য্য হইতে পারে না, তাঁহারা বিবি কারটরের বিষয় পাঠ করিয়া অন্তঃকরণ হইতে সে ভ্রম দূর করুন।

রাজ্ঞী মেরিয়া থেরিসা।

১৭১৭ খৃষ্টাব্দে বোহেমিয়া ও হঙ্গেরী প্রদেশের অধীশ্বরী সুবিখ্যাত রাজ্ঞী মেরিয়া থেরিসার জন্ম হয়। ইনি সম্রাট্ ষষ্ঠচার্ল্‌সের কন্যা। সম্রাট্ চার্ল্‌সের একটী পুত্র ছিল; পুত্রটী অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হয়। অনন্তর সম্রাটের মৃত্যু হইলে, তদীয় এক মাত্র উত্তরাধিকারিণী কন্যা মেরিয়া থেরিসা ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পিতৃ সিংহাসনে অধিরূঢা হন। তিনি রাজ্যেশ্বরী হইলে প্রতিবেশী রাজগণ, হিংসাপরতন্ত্র হইয়া একেবারে চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সুতরাং

রাজধানী বিএনা নগরে বাস করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তখন কি করেন অগত্যা রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন: অবশেষে হঙ্গেরি প্রদেশে উপস্থিত হইয়া, তথাকার প্রজাদিগকে আহ্বান করিলে, তাহারা সকলে রাজ্ঞী সমক্ষে সমবেত হইল। রাজ্ঞী থেরিসা আপন ক্রোড়দেশে শিশুসন্তানকে লইয়া হীনবেশে ও ম্লানমুখে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে প্রজানিকর! দেখ, আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ আত্মপরিজন কর্ত্তৃক ত্যক্ত ও প্রবল শত্রু দ্বারা তাড়িত হইয়া তোমাদিগের শরণাগত হইয়াছি; এক্ষণে তোমাদিগের বীরত্ব প্রভাব ও আমার একান্ত অধ্যবসায় ব্যতীত শত্রু দমনের দ্বিতীয় উপায় নাই। এই শিশু রাজকুমারকে তোমাদিগের হস্তেই সমর্পণ করিতেছি, যাহাতে ইহার জীবন রক্ষা ও উত্তরকালে রাজ্যপ্রাপ্তি হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করা তোমাদিগের অতীব কর্ত্তব্য"।

রাজ্ঞীর মলিন ভাব ও সুমধুর বচন চাতুরীতে হঙ্গেরীবাসী প্রজাপুঞ্জ সাতিশয় স্নেহ পরবশ হইয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইল ও তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনঃস্থাপন জন্য ব্যস্ত হইয়া আপন আপন কোষ হইতে তরবারি বহির্গত করিয়া সকলে এক বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিল, যে, "আমরা রাজ্ঞী মেরিয়া থেরিসার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিব"।

পরক্ষণেই চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র সৈন্য সংগ্রহ হইতে লাগিল। ভদ্রবংশীয় বীর পুরুষেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সেনানীর পদ গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে সমরক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। ইংলণ্ড ও সার্ডিনিয়া রাজ্যের ভূপতিরা স্ব স্ব সৈন্য প্রেরণ দ্বারা সাহায্য করিতে লাগিল। রাণী মেরিয়া থেরিসা, আপন সুগভীর বুদ্ধিবলে অল্পকাল মধ্যে, রাজ্যের কয়েকটী প্রধান প্রধান স্থান হস্তগত করিলেন। এই সমরানল ক্রমাগত আট বৎসর প্রজ্জ্বলিত ছিল, পরে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে সন্ধি দ্বারা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে রাজ্ঞী পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি শত্রু সমূহ হইতে রাজ্য উদ্ধার করিয়া, যুদ্ধ কার্য্যে যাহা ক্ষতি হইয়াছিল, প্রথমেই তাহার পূরণে প্রবৃত্তা হইলেন।

অনন্তর শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যের উন্নতি চেষ্টায় যত্নবতী হইয়া ট্রীষ্টী ও টীয়র্স নগরে সর্ব্বদেশীয় বণিকদিগকে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। রাজধানী বিএনা নগরের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া প্রতি পল্লিতে নানাবিধ বাণিজ্যদ্রব্যের নির্ম্মাণোপযোগী কুঠি স্থাপন করিয়া বণিক্‌সমূহের কার্য্যের সুবিধা করিয়া দিলেন। বিদেশীয় বণিক্ দলের সমাগমে বিএনা নগরের পথ ঘাট পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্ব্ব রাজ্যের সহিত প্রশস্ত রূপে বাণিজ্য আরম্ভ হইল।

রাজ্ঞী থেরিসা, কেবল বাণিজ্য বিষয়ের উন্নতি সাধন

করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি প্রজাগণের বিদ্যা-লাভের নিমিত্ত, রাজ্যের সমস্ত প্রদেশে অসংখ্য চতুষ্পাঠী ও বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত করিলেন, তন্মধ্যে বিএনা নগরে স্বনামে নামকরণ পূর্ব্বক যে প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহাতেই তাঁহার যার পর নাই এক প্রধান কীর্ত্তি রহিয়া গিয়াছে। ইহা ভিন্ন ঐ নগরে চিত্রশালিকা, প্রেগ্ ও ইনস্প্রাগ্ নগরদ্বয়ে প্রকাশ্য পুস্তকালয় এবং বি-এনা, গ্রেজ্ ও টিয়র্নন্ নগরে তিনটী পর্য্যবেক্ষণিকাগৃহ স্থাপন করিয়া বিদ্যার্থিবর্গের মহৎ উপকার সাধন করেন। বিশেষতঃ সৈনিকদিগের চিকিৎসার জন্য সমধিক প্রযত্নে স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় ও অনাথনিবাস নি-র্ম্মাণ এবং সেনাপতিদিগের বিধবাপত্নী ও হৃতসর্ব্বস্ব ভদ্র মহিলাগণের জীবিকা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া দুরবস্থাপন্ন প্রজাগণের দুঃখ শান্তির উপায় করিয়া দেন।

বিএনা নগরের শোভার আর পরিসীমা রহিল না; সকল দিকেই অপরূপ স্ফটিকবৎ শ্বেতবর্ণ অট্টালিকা, সু-প্রশস্ত রাজপথ, অপূর্ব্ব পণ্য দ্রব্য পূর্ণ বাণিজ্যালয়, ছাত্র-পূর্ণ বিদ্যামন্দির, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্য্যবেক্ষণিকাগৃহ, অ-নাথ ও রুগ্নদিগের শান্তিময় অনাথনিবাস ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি নয়নগোচর হওয়াতে নগরের এক প্রকার অভূত-পূর্ব্ব শোভা ও মহিষীর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্র-দান করিতে লাগিল। বস্তুতঃ তিনি যে এক স্ত্রীরত্ন ছিলেন

তাহা তদীয় কীর্ত্তিকলাপ দ্বারাই পৃথিবীর সকল জনপদে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে তদীয় রাজ্যে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল; এই যুদ্ধ কএক বৎসর পর্য্যন্ত একাদিক্রমে থাকিয়া অবশেষে সন্ধি দ্বারা নিষ্পত্তি হয়। তাহাতে রাজ্ঞীর একটী বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছিল, অর্থাৎ তাঁহার পুত্র যুসফ্ রোমরাজ্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। পর বৎসর দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রিয়তম স্বামির পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে, রাজ্ঞীর আর শোকের ইয়ত্তা রহিল না, প্রতিনিয়ত হাহাকার শব্দে রোদন করিয়া উন্মত্তাপ্রায় হইলেন। পতির মৃত্যু দিবসে তিনি যে শোকসূচক কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা আজীবন কাল পরিত্যাগ করেন নাই। রাজ্ঞী স্বামির এরূপ প্রণয়িনী ছিলেন, যে স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রণয় বিস্মৃত হইতে না পারিয়া প্রতিমাসে এক এক বার তদীয় সমাধি স্থলে উপস্থিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, তিনি প্রুসিয়ার অধিপতি ও রুসিয়া রাজ্যের মহিষীর সহিত একত্রিত হইয়া পোলণ্ড রাজ্য অধিকৃত করিতে যত্নবতী হইলেন ও সাত বৎসর কাল পরে তৎপ্রদেশ হস্তগত করিয়া আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইলেন।

রাজ্ঞী মেরিয়া, চিরজীবন স্বদেশের উন্নতিচেষ্টায়

থাকাতে, সকলের নিকট বিপুল সম্মান লাভ করেন। তিনি আপন বাহুবলে অষ্ট সন্তানকে ইউরোপের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের অধীশ্বর করাতে রাজগণ মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ভাজন হন। পরিশেষে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়া মানব লীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে কি দীন, কি দুঃখী, কি ধনী, সকল লোকই শোক প্রকাশ করিয়াছিল। তিনি এরূপ দয়াশীলা ছিলেন যে অন্তিম কালেও দীন দুঃখী ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের সমধিক উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যাবজ্জীবন পরোপকার ব্রতে অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া, মৃত্যুকালে তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা ছিল না। মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্ব্বে প্রসন্ন বদনে কহিয়াছিলেন, "যে যত দূর পর্য্যন্ত আমার স্মরণ হয়, কখন কাহার উপকার ভিন্ন অপকার করি নাই; আমি মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া, ইহা স্মরণ করতঃ অসীম সন্তোষ লাভ করিতেছি"।

দেখ! মেরিয়া থেরিসা, এক জন মহাপ্রতাপশালী রাজকন্যা ছিলেন, সুতরাং তাঁহার কিছুরই অভাব ছিলনা। রাজকন্যারা যেরূপ আমোদ প্রমোদের বশবর্ত্তিনী হইয়া আলস্যে কাল হরণ করেন, তিনি সে রূপ ছিলেন না, শৈশবকালেই অনেক যত্নে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, পরিশেষে স্বদেশের কি পর্য্যন্ত উপকার না করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক হইয়া এক জন পরাক্রমশালী ভূপতির ন্যায়

শত্রুদমন ও স্বদেশের হিতসাধন সহকারে কেমন সুশৃঙ্খলরূপে রাজকার্য্য সমাধা করিতেন। বীর পুরুষের ন্যায় আপন বাহুবলে রাজ্য উদ্ধার করিয়া লোক সমাজে যশস্বিনী হইয়াছিলেন। কথিত আছে, একদা পরোপকারিণী থেরিসা, সম্রাট্ চার্ল্‌সের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে, তিনি কেবল স্বদেশের উপকার সাধনের জন্য সুকঠিন রাজ্য ভার গ্রহণ করিবেন। বস্তুতঃ তাহা মিথ্যা নহে। তাঁহার প্রতি মুহূর্ত্তই কোন না কোন পরোপকার কার্য্যে অতিবাহিত হইত।

কোন সময়ে এক জন সামান্য সেনার পীড়া হইলে তিনি তাহাকে আপন শকটারোহণ করাইয়া স্বস্থানে লইয়া যাইতে ভৃত্যদিগকে অনুমতি করিলেন। ভৃত্যেরা ক্ষণকাল মধ্যে প্রতিগমন করিয়া কহিল, রাজ্ঞি! এই পীড়িত ব্যক্তি অতি দীনহীন এবং অতিশয় মাতৃভক্তি-পরায়ণ; মাতাকে দুরবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া, সেই দুঃসহ ভাবনায় এরূপ কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়াছে।

রাজ্ঞী মেরিয়া ভৃত্যের প্রমুখাৎ সৈনিক পুরুষের এবম্প্রকার মাতৃভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া, তাহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, ও লোক দ্বারা তাহার মাতাকে রাজধানীতে আনয়ন করিয়া অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, মাতঃ! তোমার প্রতি তদীয় সন্তানের অসাধারণ ভক্তি দেখিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, এক্ষণে

তাহাকে তোমা হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে অভিলাষ করি না। রাজকোষ হইতে তোমাদিগের বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেছি, তুমি গৃহে বসিয়া সুখ সচ্ছন্দে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত কর এবং তোমার পুত্রও মাতার সেবা শুশ্রূষা করিয়া লোকসমাজে মাতৃ-ভক্তির অসাধারণ উদাহরণ প্রদর্শন করুক।

রাণী মেরিয়া থেরিসা এই প্রকার অসংখ্য দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিয়াছিলেন। তিনি রাজকন্যা ও এক প্রকাণ্ড সম্রাজ্যের অধিশ্বরী হইয়াও নিরহঙ্কার ও নম্রস্বভাবা ছিলেন। সম্ভ্রান্ত ও দীন দুঃখী উভয়কেই সমভাবে আদর করিতেন, তাঁহার বিনীতভাবে সন্তুষ্ট হইয়া এক সামান্য কৃষক কহিয়াছিল, যে "যদিও আমি এই রাজ্যের একজন দুঃখী প্রজা, তথাপি যখন ইচ্ছা করি, রাজ্ঞীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া সম্ভাষণ করিতে পারি এবং তিনিও আমাকে এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের ন্যায় সমধিক যত্ন করিয়া আমার প্রার্থনা শ্রবণ করেন"।

এক দিন রাজ্ঞী মেরিয়া থেরিসা কোন কার্য্যান্তর হইতে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, ইতি-মধ্যে পশ্চাতে কাতরধ্বনি শ্রবণ করিয়া দেখিলেন, একটী দীন হীন স্ত্রী, দুইটী শিশু সঙ্গে লইয়া আহার প্রার্থনায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। তিনি তাহাদিগের কাতরধ্বনি শ্রবণ ও মলিন ভাব দর্শন করিয়া অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিলেন, আহা! এরূপ

দীন হীন ব্যক্তিও আমার রাজ্যে বাস করে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বাটীতে লইয়া আসিলেন, ও আপনার ভোজনসামগ্রী তাহাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া বলিলেন; "ইহারা আমার সন্তান তুল্য, অবশ্য আমার ইহাদিগের দুঃখ মোচন করা কর্ত্তব্য"। পরিশেষে যথেষ্ট অর্থদান দ্বারা সেই দুঃখী পরিবারের কষ্ট দূর করিলেন।

মাগ্রেট রোপর।

মাগ্রেট রোপর ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড দেশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইনি ঐ রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান রাজকর্ম্মচারী সার টমাস্ মুরের জ্যেষ্ঠাকন্যা। মুরসাহেব স্বয়ং সদ্বিদ্বান্ লোক ছিলেন, সুতরাং কন্যার রীতিমত বিদ্যা শিক্ষার ভার কতিপয় বিখ্যাত পণ্ডিতের হস্তে সমর্পণ করেন। কুমারী মাগ্রেট স্বভাবতঃ অতিশয় বুদ্ধিমতী, তাহাতে আবার পণ্ডিতবর্গের সমধিক যত্নলাভ হওয়াতে অতি অল্প কাল মধ্যেই গ্রীক ও লাটিন ভাষায় বিশেষ, ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া পিতার যথেষ্ট স্নেহের পাত্রী হন। এবং পিতা কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া তিনি, জ্যোতিষ বিজ্ঞান, ন্যায়, অলঙ্কার ও গণিত শাস্ত্র এবং সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনা করিয়া ঐ সকল বিষয়ে বিলক্ষণ পারদর্শিনী হইয়া উঠেন। মুরসাহেব স্বীয় কন্যার লেখা-

পড়ার প্রতি অসামান্য যত্ন ও অনুরাগ দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

যদিও তিনি আপন সন্তানদিগকে তুল্যরূপ স্নেহ করিতেন, তথাপি জ্যেষ্ঠা কন্যার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পক্ষপাতী হইয়া তাঁহাকে সবিশেষ স্নেহ ও সমাদর করিতে লাগিলেন। লাটিন ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিতে মার্গ্রেটের অতি চমৎকার শক্তি জন্মিয়াছিল। তৎকৃত কোন কোন রচনা লোক সমাজে প্রচারিত হইলে, জনসাধারণে মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিল, যে মার্গ্রেট রচনা বিষয়ে তাঁহার পিতাকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার জনক, কন্যার এতাদৃশ রচনা শক্তির প্রশংসা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হন ও তদীয় সমধিক জ্ঞানোন্নতির জন্য স্বয়ং তাঁহার সহিত বিবিধ বিষয়ের বাদানুবাদ আরম্ভ করেন। তাহাতে মার্গ্রেটের রচিত কয়েকটী পত্র এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, যে তাঁহার পিতা, সেই পত্রগুলি কয়েক জন বিখ্যাত পণ্ডিতের হস্তে প্রদান করিলে, তাঁহারা পাঠ করতঃ প্রচুর প্রশংসা করিয়াছিলেন।

মার্গ্রেট, লাটিন ভাষায় বহু প্রকার কাব্য ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রচারিত করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে গ্রীক ভাষা হইতে লাটিনে অনুবাদিত "ধর্ম্মবিষয়ক পুরাবৃত্ত" নামক গ্রন্থ, সর্ব্বপ্রধান ও বিশেষ আদরণীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। যদিও তিনি অনবরত বিদ্যানুশীলনে নিযুক্ত থাকিতেন, তথাপি কখন সাংসারিক কার্য্যে

তাচ্ছীল্য প্রদর্শন করেন নাই। যাহাতে গার্হস্থ ধর্ম্মের উন্নতি ও সুশৃঙ্খলা রক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে একান্ত মনে যত্ন করিতেন। মার্গ্রেটের স্বভাব, তাঁহার পিতার অনুরূপ ছিল, তিনি স্বভাবতঃ ধীর, দয়ার্দ্র, নির্ম্মলবুদ্ধি ও মেধাবিনী, বিশেষতঃ জনক জননীর প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি বিদ্যাবতী ও সচ্চরিত্রা বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধা হন।

অনন্তর মার্গ্রেট, এক উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। দিন দিন পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা আরোগ্য লাভে সন্দিহান হইয়া একান্ত ক্ষুণ্ণ, ও তাঁহার জনক, প্রিয়তম দুহিতার প্রাণনাশের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া, অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। তিনি অহর্নিশি নিভৃত স্থানে কন্যার পীড়াশান্তি হেতু ঈশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেন। সুনিপুণ চিকিৎসকেরা, তদীয় রোগ অপ্রতীকার্য্য জানিয়া চিকিৎসায় ক্ষান্ত হইলে, পরিশেষে সৌভাগ্য ক্রমে এক সামান্য ঔষধ সেবনে তাঁহার জীবন রক্ষা হইল।

এইরূপে স্বাস্থ্য লাভ করিয়া, মার্গ্রেট ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম্ রোপর নামক এক সদ্‌গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। রোপর স্বভাবতঃ বিদ্যামোদী ও ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, প্রতিনিয়ত জ্ঞানলাভ জন্য নানাবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। বিবি রোপর অতঃপর স্বামির সহিত একত্রিতা হইয়া বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলনে

প্রবৃত্তা হন। অপরিসীম বিদ্যা বুদ্ধির নিমিত্ত মার্গ্রেট রোপর তৎকালবর্ত্তী সমস্ত পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট অতিশয় সমাদৃতা হন; ফলতঃ সকলেই তাঁহাকে এক অপরূপ স্ত্রীরত্ন বলিয়া জ্ঞান করিত।

কালক্রমে তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। তিনি তাহাদিগের বিদ্যা শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত যত্ন সহকারে, যথানিয়মে শিক্ষা প্রদান করেন। মাতার নিকট, রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, শিশুরা যে স্বল্পায়াসে উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতে পারে, বিবি রোপর তাহার সম্যক্ রূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তদীয় উপদেশ গুণে তাঁহার সন্তানেরা অল্প কাল মধ্যে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠেন। অবশেষে অশেষ বিষয়ের উন্নতি সাধন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন।

মার্গ্রেট অনেক সময়ে পরিবার মধ্যগত হইয়া সুখ সচ্ছন্দমনে জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন। একদা ঐ রূপ জ্ঞানালোচনা করিতেছেন, এমত সময়ে সহসা তিনি শ্রবণ করিলেন, যে রাজবিদ্রোহী অপরাধে তাঁহার পিতার কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র এক কালে তাঁহার সকল সুখের অবসান হইল।

ইংলণ্ডের সম্রাট্ অষ্টম হেন্‌রি, আপন পত্নী ক্যাথারাইনকে বিনা অপরাধে ত্যাগপত্র প্রদান পূর্ব্বক এনিবইলিনকে বিবাহ করিলে, সার টমাস মুর আপন প্রভুর

এই অন্যায় আচরণে অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করতঃ আপন পদ পরিত্যাগ করেন। সম্রাট্ তাঁহাকে পুনর্ব্বার পদ গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে, তিনি কোন ক্রমে তাহাতে সম্মত হন নাই। অতএব সম্রাট্, অতিশয় ক্রোধ পরবশ হইয়া বৈরনির্য্যাতন হেতু তাঁহার প্রতি রাজবিদ্রোহী অপবাদ দিয়া তাঁহাকে দুর্গ মধ্যে রুদ্ধ করিলেন।

মাগ্রেট রোপর তখন অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া কৌশল পূর্ব্বক দুর্গ মধ্যে পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন ও সজল নেত্রে কহিতে লাগিলেন; পিতঃ! আপনি পুনরায় পদ গ্রহণকরুন, নতুবা আমাদিগের ঘোর বিপদ দেখিতেছি। মুরসাহেব অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক ছিলেন, প্রাণ পণে কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে বিরত হইতেন না, সুতরাং তিনি যে স্নেহের বশীভূত হইয়া কন্যার অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করিবেন, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি পরক্ষণেই অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কন্যে! যদিও আমি তোমাকে আপন প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসি ও তোমার বিদ্যা বুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসা করি, কিন্তু যে সংসারে পাপ প্রবেশ করিয়াছে, তথায় দাসত্ব স্বীকার করিতে আর আমাকে অনুরোধ করিও না"। বিবি রোপর বহুবিধ শোক সূচক বাক্যে বারম্বার বিনতি ও পুনঃ পুনঃ নানাবিধ প্রতিবাদ দ্বারা তাঁহার মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলই বৃথা হইল, কেননা তদীয়

পিতার মত অপরিবর্ত্তনীয় ছিল, তিনি কোন রূপে আপন প্রতিজ্ঞা হইতে নিরস্ত হইলেন না।

মাগ্রেট কি করেন, পিতার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কোন ক্রমেই পরিবর্ত্তন হইবার নহে, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া অতিশয় বিষণ্ণমনা হইলেন। অতঃপর যে কয়েক দিন তাঁহার পিতা কারারুদ্ধ ছিলেন, যাহাতে তাঁহার মন কোন ক্রমে অসুখী না হয়, এই রূপ শান্তিজনক পত্র দ্বারা প্রতিদিন তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের আলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজবিচারে সার টমাস্ মুর অপরাধী সপ্রমাণ হইলে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। তিনি কতিপয় সৈনিক পুরুষে বেষ্টিত হইয়া বধ্যভূমিতে অগ্রসর হইতেছেন, এমত সময়ে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, মুক্তকেশে, ধাবিত হইয়া শোকে পাগলিনী প্রায় মাগ্রেট, পথিমধ্যে জনকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও বলপূর্ব্বক রক্ষকদিগের মধ্যে প্রবেশ করতঃ এক কালে পিতার গলদেশ ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মুর সাহেব কন্যার এরূপ পিতৃভক্তি নিরীক্ষণ করিয়া শোকার্ত্ত হইলেন বটে, কিন্তু ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন; পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার কোমল হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন। দুই এক পদ অগ্রসর না হইতে হইতেই মাগ্রেট পুনর্ব্বার গিয়া পিতার গলদেশ ধরি-

লেন, তখন তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অজস্র অশ্রুবারি নির্গত হইতে লাগিল। মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ও শোকে বাক্‌শক্তি রহিতপ্রায় হইয়া বহুকষ্টে এক এক বার হা পিতঃ! হা পিতঃ! বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ অবলা কন্যার এরূপ অসামান্য পিতৃভক্তি দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত ও নিতান্ত বিষাদিত হইল, এমন কি, তৎকালে কঠিন হৃদয় রক্ষকেরাও শোকাকুল চিত্তে নয়ন জল ফেলিয়াছিল।

পরক্ষণেই ঘাতকেরা মুর সাহেবের শিরশ্ছেদন করিল। পিতৃবৎসলা মার্গ্রেটের আর শোকের পরিসীমা রহিল না। তিনি একান্ত শোকবিহ্বল হইয়া হাহাকার শব্দে অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। বিনা দোষে মুর সাহেবের প্রাণ সংহার হওয়াতে সমস্ত ইয়ুরোপবাসি লোকেরা যৎপরোনাস্তি শোক প্রকাশ করিয়াছিল।

মার্গ্রেট, অনেক কৌশলে পিতার মৃত দেহ সংগ্রহ ও সমাহিত করেন। কেবল রাজাজ্ঞায় তদীয় ছিন্ন মস্তক চতুর্দ্দশ দিবস "লণ্ডনব্রীজ" নামক টেমস্ নদীর কোন প্রকাশ্য সেতু সমক্ষে রক্ষিত হয়। পরে নির্দ্দয় সম্রাট্ ঐ মুণ্ড নদীজলে ভাসাইতে আদেশ করিলে, বিবি রোপর বহুকষ্টে সেই মস্তক রক্ষকদিগের নিকট হইতে ক্রয় করেন। সম্রাট্, মার্গ্রেট কর্ত্তৃক অপরাধির মস্তক ক্রয়ের সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রাজসভায় আনয়ন করিলেন। সুচতুরা মার্গ্রেট অপরিসীম

সাহস সহকারে আপন কার্য্যের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়াও নির্দ্দয় সম্রাটের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। বরং সম্রাট্ তাঁহার বাদানুবাদে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। পরন্তু বিবি রোপর অল্পকাল পরেই কারামুক্ত হন।

তিনি পিতার মৃত্যুর পর নয় বৎসরমাত্র জীবিত ছিলেন। ইতিমধ্যে নিয়ত সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত ও সন্তান সন্ততির শিক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া, ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে কলেবর পরিত্যাগ করেন। রোপর সাহেব আপন পত্নীর অসামান্য গুণগ্রাম ও অকৃত্রিম প্রণয়ের এরূপ অনুরাগী ছিলেন, যে দীর্ঘকাল জীবন সত্ত্বেও দারান্তর পরিগ্রহ করেন নাই।

মার্গ্রেট রোপর এক জন ক্ষমতাশালী ধনীলোকের কন্যা সুতরাং নানাবিধ ভোগবিলাসে কালযাপন করা তাঁহার পক্ষে অধিক সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তিনি সে রূপ স্ত্রীলোক ছিলেন না। শৈশব কালাবধি অপরিসীম পরিশ্রম ও দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে প্রচুর বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। যত্ন ও অধ্যবসায় সকল প্রকার সৌভাগ্যের মূল; দেখ বিচক্ষণ পুরুষেরা যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়েন না, তিনি যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে সেই সমুদায় সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বিবিধ বিদ্যা ও বহুপ্রকার ভাষা শিক্ষা করিয়া পণ্ডিত

সমাজে প্রতিষ্ঠা ভাজন হন। তাঁহার পিতা এক জন সদ্বিদ্বান্ লোক ছিলেন, বিশেষতঃ লাটিন ভাষায় কেহই তাঁহার তুল্য পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই। মাগ্রেট লাটিন রচনাতে তাঁহাকেও পরাভূত করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াও আপনাকে যৎসামান্য বিবেচনা করিতেন। পিতা মাতার প্রতি তাঁহার ভক্তি ও প্রেম অতিশয় প্রবল ছিল, তাহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনাতেই বিলক্ষণ প্রকাশিত আছে। যাহা হউক যে কোন কঠিন কার্য্য হউক না কেন, পরিশ্রম ও যত্ন করিলে অবশ্যই তাহা সিদ্ধ হয়।

মেরিয়া জী এগ্নিসি।

১৭১৮ খৃষ্টাব্দে ইটালীর অন্তর্গত মিলান নগর নিবাসী কোন সম্ভ্রান্ত বংশে মেরিয়ার জন্ম হয়। এই রমণী শৈশবকাল হইতে বিদ্যা শিক্ষায় অনুরক্ত ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি পিতার আদেশ ক্রমে লাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। অতি অল্পকালেই উক্ত ভাষায় এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, যে তাঁহার সহধ্যায়ী ভ্রাতৃগণ অপেক্ষাও তিনি ঐ ভাষায় উত্তম রূপে আপন মনের ভাব প্রকাশ ও কথোপকথন করিতে পারিতেন। এমন কি, নয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে কয়েক জন বিদ্যাবতীর সাহায্যে উক্ত ভাষায় এক উৎকৃষ্ট

গ্রন্থ রচনা করিয়া সর্ব্বসাধারণকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

মেরিয়া, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে অসামান্য যত্নবতী ছিলেন। তিনি অতীব যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই হিব্রু, গ্রীক প্রভৃতি কয়েকটী প্রাচীন ভাষায় সমধিক জ্ঞান লাভ করেন; বিশেষতঃ ঐ সকল ভাষায় পরিপাটী রূপে কথোপকথন করিতে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার জন্মিয়াছিল। অনন্তর ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে তিনি এক খানি পুরাবৃত্তের ক্রোড়পত্র, ইটালী, গ্রীক, ফরাসী ও জর্ম্মনি ভাষায় অনুবাদ করেন, এবং পর বৎসরে এক জন প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ কৃত "ধর্ম্ম যুদ্ধ" নামক পুস্তক, ইটালীয় হইতে গ্রীক ভাষায় অনুবাদিত করিয়া জন সমাজে সমধিক আদরণীয়া হন।

মেরিয়ার পিতা, গণিত বিদ্যায় অধিক অনুরাগিণী দেখিয়া তাঁহাকে তৎপাঠনাতে নিযুক্ত করেন। তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম মধ্যেই সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে ক্ষেত্রতত্ত্ব ও বিজ্ঞান শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন সমাপন করিয়াছিলেন। অনন্তর কোন বিখ্যাত গণিতবিৎকৃত শুণ্ডাকৃতি পদার্থের পরিমাণ বিষয়ক গ্রন্থের টীকা প্রস্তুত করিয়া পণ্ডিত সমাজে বিলক্ষণ প্রশংসা ভাজন হন।

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে এগ্নিসি, প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের ফল স্বরূপ ১৯১ টী সন্দর্ভ ও এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করেন। শেষোক্ত গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত

মণ্ডলী গ্রন্থ-কর্ত্রীকে এক অপূর্ব্ব স্ত্রীরত্ন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলতঃ ফন্‌টেনেল্‌ নামক এক সুবিখ্যাত পণ্ডিত এই পুস্তককে অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত করেন। অধিকন্তু বসাওট্‌, ফরাশী ভাষায় ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কল্‌সন্‌ সাহেব উক্ত গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদ করত উভয়েই তাঁহার রচনাশক্তির ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। এগ্নিসি এই পুস্তকে বীজগণিত শিক্ষার উপযোগিতা সপ্রমাণ করিয়া স্বদেশে প্রচলিত করিতে যত্ন পান।

মেরিয়া, রাজ্ঞী মেরিয়াথেরিসা নাম্নী এক মহিলার নামে উক্ত গ্রন্থ খানি উৎসর্গ করেন। রাজ্ঞীও ইহা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে এক বহু মূল্য অঙ্গুরীয়ক ও কতক গুলি দুষ্প্রাপ্য উৎকৃষ্ট প্রস্তর পুরস্কার দেন এবং তাঁহার স্বদেশ হিতৈষিতা গুণে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলোনা প্রদেশীয় সভার সভ্যপদে বরণ করেন। অনন্তর তিনি চতুর্দ্দশ পোপ কর্তৃক মিলান নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈতনিক গণিতবিদ্যার অধ্যাপকের আসনে অভিষিক্ত হন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মেরিয়ার পিতৃবিয়োগ হয়; সেই অবধি তিনি চেতনা পাইয়া ধর্ম্মবিষয়ে একান্ত মনোনিবেশ পুরঃসর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিয়ত ধর্ম্মানুশীলনে অতিবাহিত করেন। তাঁহারা ভ্রাতা ও ভগিনীতে তেইশ জন ছিলেন, তন্মধ্যে তিনিই পিতার এক মাত্র প্রিয়পাত্রী। কোন সুকঠিন বিষয় কার্য্য

উপস্থিত হইলে, তাঁহার পিতা তাঁহার নিকট হইতেই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ পিতা, কালগ্রাসে পতিত হইলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা তিনি যে অধিকতর দুঃখভাগিনী হইলেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

পিতার মৃত্যুর পরে, তিনি ধর্ম্মচর্চ্চায় একান্ত অনুরক্ত হইয়া অল্পদিবস মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ ব্যুৎপন্না হইয়া উঠেন, যে মিলান দেশীয় ধর্ম্মালয়ের প্রধান যাজক তাঁহার প্রতি, এক খানি ধর্ম্মবিষয়ক স্থাপিত মতবিরুদ্ধ গ্রন্থের পরীক্ষার ভার অর্পণ করেন। মেরিয়া এরূপ সুচতুরতা সহকারে তাহার বিচার করেন, যে তদ্দ্বারা প্রণেতার জীবন রক্ষা হয়; সুতরাং তাহাতে তিনি আপামর সাধারণ সমীপে প্রচুর যশোভাজন হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল বিদ্যা ও ধর্ম্ম বিষয়ে অনুরাগিণী ছিলেন, এমত নহে, পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়া দীন হীন ও অনাথদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন, এমন কি, নিঃস্ব ব্যক্তিদিগের পোষণার্থ এত অধিক ব্যয় করিতেন, যে কোন কোন মাসে আয় অপেক্ষা তাঁহার দ্বিগুণ ব্যয় হইয়া যাইত। বিবিধ-গুণ-বিভূষিতা ও বহু বিদ্যায় পারদর্শিনী ধার্ম্মিকা এগ্নিসি ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসের নবম দিবসে, ৮১ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এই জাগতিক কলেবর পরিত্যাগ করেন।

দেখ! মেরিয়া জি এগ্নিসি কেমন চমৎকার স্ত্রীলোক! আমাদিগের জ্ঞানে যে সকল সুকঠিন কার্য্য

স্ত্রীলোকের অসাধ্য বলিয়া বোধ হয়, তিনি প্রগাঢ় যত্ন সহকারে তাহাও সুসম্পন্ন করিয়া সাধারণের প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইয়াছিলেন। গ্রন্থ প্রণয়ন করা সামান্য বিদ্যার কার্য্য নহে, তিনি তদ্বিষয়েও কৃতকার্য্য হন। অতি দুরূহ অঙ্কবিদ্যা বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ভূমণ্ডলে যারপর নাই খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি যে কেবল কতগুলি ভাষা শিক্ষা ও পুস্তক রচনা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন, এরূপ নহে, যাহাতে স্বদেশে বিদ্যাবিশেষের উন্নতি ও কুসংস্কার-ময় দুর্নীতি সকল দূরীভূত হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় যত্ন ছিল, সুতরাং ধর্ম্ম সম্পর্কীয় কর্ম্মচারিদিগের সন্নিধানে বাস, ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তকাদির রচনা ও অনুবাদ করিতে, তিনি ত্রুটি করেন নাই। অবলা স্ত্রীলোক হইয়াও একটী বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে অধিরূঢ় হন, ইহা কি সামান্য শ্লাঘার কথা। যাঁহারা স্ত্রীজাতিকে ক্রীত-দাসী, বুদ্ধিহীন ও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা এই অসামান্য স্ত্রীরত্নের বিষয় পাঠ করিয়া, তাঁহাদিগের জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের কথা জ্ঞাত হউন্।

লোক হিতৈষিণী এলিজাবেথ ফ্রাই।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২১এ মে, ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি নরউইচ্ নগরে এলিজাবেথ ফ্রাই জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম যোহন গর্ণি; তিনি লণ্ডন নগরের এক জন সুপ্রসিদ্ধ ধনবান্ বণিক। এলিজাবেথ শৈশব-কালে অত্যন্ত ভীরু, বলহীনা ও মৌনপরায়ণা ছিলেন। তিনি কোন রূপ শব্দ শুনিলেই ভয়ে কম্পিত হইতেন, এবং কেহ তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিলেই ক্রন্দন করিয়া উঠিতেন। তাঁহার শরীর এরূপ শীর্ণ ও রুগ্ন ছিল, যে লোকে প্রতি দিন তাঁহার মৃত্যু শঙ্কা করিত। তাঁহার মৃদুভাব দর্শনে সকলেই অনুমান করিয়াছিল, যে তিনি নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধি, অলস ও অকর্ম্মণ্য হইবেন: এবং বুদ্ধির জড়তা বশতঃ রীতিমত অধ্যয়ন করিতেও পারিবেন না।

এলিজাবেথ, জননীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, পাছে তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন দৈব ঘটনায় মাতার মৃত্যু হয়, এই ভয়ে তিনি সমস্ত রজনী জাগ্রত থাকিয়া অনবরত রোদন করিতেন। তাঁহার পিতা মাতা, তাঁহাকে নিতান্ত দুর্ব্বল ও একান্ত বুদ্ধিহীন জানিয়া শ্রমসাধ্য অধ্যয়নেও নিযুক্ত করেন নাই। এলিজাবেথের একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম না হইতেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। মাতৃশোকে তিনি অত্যন্ত কাতর হন। তাঁহার পিতা অতিশয় বুদ্ধিমান ও

সরল স্বভাব ছিলেন; প্রিয়তম বনিতাবিয়োগের পর, তিনি আপন সন্তানগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ, যথানিয়মে বিদ্যা-শিক্ষা ও সমুচিত প্রযত্নে প্রতিপালন করিতেলাগিলেন।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে এলিজাবেথের শরীর ক্রমে ক্রমে যে রূপ সবল হইতে লাগিল, তদ্রূপ তদীয় স্বভাবেরও সম্যক্ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। তিনি পূর্ব্বতন অলস ভাব পরিত্যাগ করিয়া পরিশ্রম সহকারে লেখা পড়া শিখিতে যত্নবতী হইলেন। শরীরের দুর্ব্বলতা হেতু শৈশব কালে যে সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই, অধুনা অল্পকাল মধ্যেই তাহাতে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। বিশেষতঃ শিল্প ও সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার অসামান্য নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল। তিনি যেমন গুণবতী তেমনই রূপবতী ছিলেন। তদীয় মনোহর রূপ মাধুরীর কথা ও বিশিষ্ট বিদ্যাজ্যোতিঃ সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইলে আপামর সাধারণ সমীপে তিনি সবিশেষ গৌরবান্বিত হইলেন।

এলিজাবেথ, লণ্ডন নগরে থাকিয়া স্বীয় ভগিনী ও অপরাপর বয়স্যাগণের সহিত নানা প্রকার সমাজে ভ্রমণ করিতেন; বিলাসিনী বয়স্যাদিগের সহবাসে যৌবন সুলভ অসার আমোদ প্রমোদে তাঁহার মন একান্ত অনুরক্ত হইল। কিন্তু এই অলীক আহ্লাদ আমোদ, তাঁহার হৃদয় ক্ষেত্রে অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। অনতিকাল বিলম্বেই তিনি সাংসারিক ভোগ বিলাস হইতে নিরস্ত হইবার

নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন। ভাবিলেন অকিঞ্চিৎকর বিষয় সুখে অনুরক্ত হওয়া মনুষ্য মাত্রেরই অনুচিত। কেবল ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করা ও লোক সমাজের হিতচেষ্টা করাই একান্ত কর্ত্তব্য। এই রূপে তিনি কখন সংসার ও কখন ঈশ্বরের দিকে ধাবমান হইতেন।

এই প্রকার অবস্থায় তাঁহার কিছুকাল গত হইল। পরে একদা আপন ভগিনীগণের সহিত উপাসনালয়ে গমন করেন। তথায় ধর্ম্মপ্রচারকের শান্তিরস পূর্ণ সুমধুর উপদেশ বাক্য শ্রবণে, তাঁহার অন্তঃকরণ এককালে ভক্তি রসে অভিষিক্ত হয়। তখন অশ্রুপাত করিতে করিতে নিজালয়ে প্রত্যাগতা হন, সেই অবধি তিনি সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া নিয়ত ধর্ম্ম চিন্তায় কাল-ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এলিজাবেথ বহুকষ্টে সংসারের মোহ জাল হইতে মুক্তি পাইয়া প্রথমতঃ ভোগবিলাসিনী বয়স্যাগণের সঙ্গ ও লণ্ডন নগর পরিত্যাগ করেন। পরে পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিয়া অহর্নিশি পরোপকার ব্রত পালন পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে দীন দরিদ্রদিগের দুঃখ মোচন এবং রোগিদিগের আরোগ্য চেষ্টা ও অধার্ম্মিক দিগকে জ্ঞানদান করা তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়া উলে। পাছে সদনুষ্ঠানে ব্যাঘাত জন্মে; এজন্য এতকাল পর্য্যন্ত এলিজাবেথ বিবাহ করেন নাই। এক্ষণে লণ্ডন নগর-বাসি যুষফ্ ফ্রাই নামক এক সদ্‌গুণসম্পন্ন ধনবান ব্যক্তির সহিত তিনি উদ্বাহ সূত্রে বদ্ধ হইলেন। এলিজাবেথ, যে

ভাবনায় বিবাহ বিষয়ে পরাঙ্মুখ ছিলেন অতঃপর তাঁহার তাহাই ঘটিল তিনি পিতৃগৃহের সহিত নিজ স্থাপিত বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া লণ্ডন নগরে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু স্বকীয় একান্ত ধর্ম্মশীলতাগুণে তথায় দিবানিশি ধর্ম্মচর্চ্চা, নিয়ত পরহিত সাধন, ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উন্নতি চেষ্টা করত, সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বিবি ফ্রাই, অত্যন্ত দয়াবতী ছিলেন। স্বীয় দান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্রান্বেষণে সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন, তিনি আপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে "করুণাময় পরমেশ্বর আমাকে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের প্রয়োজনাধিক দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন, অতএব তদ্দ্বারা দীন দুঃখীর উপকারসাধন করা আমার অতীব কর্ত্তব্য"। বিবি ফ্রাই, স্বামীর অত্যন্ত প্রণয়িনী ছিলেন, তাঁহারা একাদিক্রমে নয় বৎসর কাল সম্প্রীতিতে লণ্ডনে বাস করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার পাঁচটী সন্তান জন্মিয়াছিল।

অনন্তর ফ্রাই, লণ্ডন নগর পরিত্যাগ করিয়া পালসেট্ নামক পল্লিগ্রামে বাস করিলেন। পিতৃগৃহে বাসকালের ন্যায় পল্লিগ্রামের স্বাভাবিক শোভা সন্দর্শনে তিনি অতিশয় উৎসুক ছিলেন; এক্ষণে পালসেট্ গ্রামে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার সেই অভিলাষ সফল হইল। তিনি সময়ে সময়ে আপন সন্তানগুলিকে সমভিব্যাহারে লইয়া উদ্যান মধ্যে গমন করিতেন; ইতস্ততঃ পাদ চারণ কালে তাহাদিগকে পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক নানাবিধ উপদেশ

দিতেন। তদীয় যত্নে ও পরিশ্রমে পালসেট্ গ্রামে একটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। 'এলিজাবেথ স্বয়ং বালিকাদিগকে শিক্ষা দান করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যে বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। এই রূপে তথায় কিছুকাল বাসের পর, কোন বিখ্যাত চিকিৎসকের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তিনি তাঁহার নিকট চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার সমধিক যত্নে ও সুচিকিৎসায় পালসেট্ গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তি গ্রাম সমূহ হইতে বসন্ত রোগ প্রায় তিরোহিত হইয়াছিল। তিনি শীতাতুর দরিদ্রকে রোমজাত বস্ত্র ও রোগিদিগের প্রয়োজনীয় নানাবিধ ঔষধ বিতরণ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন।

ফ্রাইয়ের, বাসগৃহের অনতিদূরে আয়র্লণ্ড দেশীয় কৃষকদিগের একটী উপনিবেশ ছিল। ঐ কৃষকেরা অতিশয় হীন বুদ্ধি, অসভ্য ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত, সুতরাং দুর্গন্ধময় অস্বাস্থ্য গৃহে বাস ও কুৎসিত দ্রব্য ভক্ষণে, তাহারা নিয়ত রুগ্ন ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত। ফ্রাই, আপন সদ্ব্যবহারে তাহাদিগের যথেষ্ট ভক্তিভাজন হইয়া উঠিলেন। তিনি কৃষক বনিতাদিগকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সুশৃঙ্খলা সাধনোপযোগী উপদেশ প্রদানে নিরন্তর যত্নবতী থাকিতেন। তাহাদিগের মধ্যে ক্ষুধার্ত্তকে আহার, বস্ত্র হীনকে বস্ত্র ও রোগীকে ঔষধ দান করা তাঁহার প্রধান কার্য্য

ছিল। কৃষিজীবিরা তদীয় পরামর্শানুসারে আবাস বাটীর সমস্ত দুর্গন্ধ দ্রব্য স্থানান্তরিত করিল এবং রীতিমত বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য স্ব স্ব সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। এই রূপে সেই অসভ্য জাতিরা অত্যল্পকাল মধ্যেই বিবিধ বিষয়ের উন্নতিসাধন করিয়া আপনাদিগের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিল। ফ্রাই, কেবল উক্ত আয়ল ণ্ডীয়দের উন্নতিসাধন করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তাঁহার বাটীর সন্নিহিত এক গলিতে কতকগুলি দৈবজ্ঞ বাস করিত; তাহারা নিতান্ত মূর্খ ও একান্ত ধর্ম্ম হীন। সেই দেশে কোন মেলা উপস্থিত হইলে, তথায় যাইয়া শিবির স্থাপন করত করকোষ্ঠী দেখিয়া লোকের শুভাশুভ গণনায় আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। দয়শীলা ফ্রাই, তাহাদের দুরবস্থা দর্শনে অত্যন্ত সন্তাপিতা হইয়া ধর্ম্মোপদেশ, ধর্ম্ম পুস্তক বিতরণ ও অর্থদান দ্বারা তাহাদিগর উপকার সাধন করিতেন।

লোকহিতৈষিণী এলিজাবেথ, এই রূপে স্বদেশের হিত ও ধর্ম্মোন্নতি চেষ্টায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কি গৃহে কি অন্যত্রে সকল স্থানেই তাঁহার পরিশ্রমের ত্রুটী ছিল না, তিনি যে যে কর্ম্মে হস্ত ক্ষেপ করিতেন, তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। পরিশ্রমের আধিক্য প্রযুক্ত তিনি মধ্যে মধ্যে পীড়িত হইতেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। শৈশব কালাবধি তিনি পিতাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এক্ষণে পিতৃবি-

য়োগ নিবন্ধন শোকে অত্যন্ত অভিভূত হইলেন; পিতার সমাধি কালে প্রথমতঃ একটীও কথা কহিতে পারেন নাই, কিন্তু ক্ষণকাল পরে শোকতাপ পরিত্যাগ করিয়া এরূপ গম্ভীরভাবে তথায় ঈশ্বরোপাসনা করিতে লাগিলেন, যে তত্রত্য ব্যক্তিরা এককালে চমৎকৃত হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি লজ্জার অনুরোধে কখন কাহার সাক্ষাতে প্রার্থনা বা বক্তৃতা করেন নাই। এলিজাবেথের ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মিয়াছিল: তদ্দর্শনে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মসঞ্চারিণী সভার সভ্যেরা তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রচারকের পদে অভিষিক্ত করিতে মানস প্রকাশ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ আপনাকে এই সুকঠিন পদের অযোগ্যা বিবেচনা করিয়া অস্বীকার করেন। পরিশেষে পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া অগত্যা তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন। তিনি উৎসাহ সহকারে ধর্ম্মপ্রচার করাতে অনেকের কলুষিত মনে ধর্ম্মজ্ঞান ও সদ্ভাব সঞ্চার হইয়াছিল।

ফ্রাইয়ের আবাস গৃহের কিয়দ্দূরে নিউগেট্ নামে একটী কারাগারে ন্যূনাধিক ৩০০ তিন শত অপরাধিনী স্ত্রীলোক বহুসংখ্যক সন্তান সন্ততির সহিত অবরুদ্ধ ছিল। তাহারা চারিটী ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিত। ঐ গৃহ অপ্রশস্ত, দুর্গন্ধময় এবং উহার তলভাগ এরূপ আর্দ্র, যে তাহাতে বাস করা দুঃসাধ্য। যৎকিঞ্চিৎ অন্নজল

ব্যতীত তাহাদের জীবন ধারণোপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিছুমাত্র ছিল না। সকলেই ভূতলে শয়ন, পীড়াদায়ক দ্রব্য ভক্ষণ, শতগ্রন্থি মলিন বাস পরিধান করিয়া নিরন্তর রুগ্ন ও কৃষ কলেবর হইয়া ক্রমশঃ কালগ্রাসে পতিত হইতেছিল। তাহারা কোন উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত না থাকাতে আলস্যের বশীভূত হইয়া নিরন্তর দ্যূতক্রিয়া, মদ্যপান এবং বিবাদ বিসম্বাদ ও শপথ প্রভৃতি অসৎঅনুষ্ঠানে সময়াতিপাত করিত। এই হতভাগিনী স্ত্রীদিগের স্বভাব এরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল, যে কারাগারের তত্ত্বাবধারক তথায় প্রবেশ করিতেও শঙ্কিত হইতেন। আমাদের দয়াশীলা ফ্রাই, ইতিপূর্ব্বে একদিবস এই সকল ব্যাপার পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে, ফ্রাই সেই কারাগৃহস্থিত ব্যক্তিদিগের দুঃখ দূরকরণার্থ কৃতসংকল্প হইয়া কতিপয় সঙ্গিনী সহিত পুনর্ব্বার সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র অর্দ্ধনগ্ন, লজ্জাহীন, অবরুদ্ধ বনিতারা, এরূপ বেগে আসিয়া বিকটস্বরে তাঁহাদিগের সন্নিধানে অর্থ প্রার্থনা করিতে লাগিল, যে তাহাদিগকে দেখিলে সকলেরই হৃদয়ে বিস্ময় ও করুণার উদ্রেক হয়। তাহাদের উপদ্রবে তথায় ক্ষণকাল দণ্ডায়মান হওয়াও তাঁহাদিগের পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিল; পাছে কোন অনিষ্ট ঘটে, এই আশঙ্কায় কারাধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে সত্বরে অপসৃত

হইবার নিমিত্ত বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফ্রাই সেরূপ স্ত্রীলোক ছিলেন না। তিনি সৎকার্য্য সাধনে কখন পরাঙ্মুখী হইতেন না। যদিও অপরাধিনীদিগের সহিত যৎকিঞ্চিৎ কথোপকথন করিয়া সে দিবস বিদায় হইলেন বটে, কিন্তু কএক দিবস পরে তত্ত্বাবধারকের অনুমতি লইয়া সেই ভয়ঙ্কর স্থানে একাকিনী গমন পূর্ব্বক হতভাগিনীদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহারা আহূত হইবা মাত্র তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিল। তখন ফ্রাই, তাহাদিগের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া ধর্ম্মপুস্তকের কএক অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার অপরূপ শান্তমূর্ত্তি দর্শনে ও সুমধুর উপদেশ শ্রবণে, তাহারা সকলেই সানন্দমনে তাঁহার আজ্ঞাবহ হইতে সম্মত হইল। পাঠ সমাপ্ত হইলে কারাবাসিনীরা স্ব স্ব দুষ্কর্ম্ম হেতু পরিতাপিতা হইয়া বারম্বার আপন আপন পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসিতে লাগিল। তিনি এই সুযোগে ক্রমশঃ আপন আগমনের হেতু ও মনোগত অভিসন্ধি প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন। ফ্রাইয়ের প্রিয়বাক্য প্রয়োগে, বন্দিনীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল। ফ্রাই আদৌ অপরাধিনীদিগের সন্তান সন্ততির শিক্ষার জন্য কারাগার মধ্যে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপনের মানস করিয়া তৎসহকারিণীদিগের নিকট প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা তাহাতে অনুমোদন করিলে এক দিবস বন্দিনীগণকে ঐবিষয় জ্ঞাত

করিলেন। অনন্তর তথায় বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে কারাবাসিনীদের মধ্যে কোন এক কামিনীকে শিক্ষা প্রদানের ভার দিলেন। এই রূপে কারাগারস্থ শিশুদিগের রীতিমত শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল।

অল্পকাল মধ্যেই সুন্দররূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়াতে বালক বালিকাদিগের অন্তঃকরণে বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সদ্গুণ সকল ক্রমশঃ আবির্ভূত হইল। বন্দিনীগণ স্ব স্ব সন্তান সন্ততিদিগের জ্ঞানোন্নতি ও দুষ্ট স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতে দেখিয়া, নিজ নিজ দুরবস্থা মোচন এবং ধর্ম্ম শিক্ষার সদুপায়ের জন্য সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রদর্শন করাতে, এলিজাবেথ তাহাদিগের প্রার্থনানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর "কারাবাসিনীদিগের উন্নতি বিধায়িনী" নাম্নী একটি সভা সংস্থাপন করেন। সভ্যেরা বন্দিনীদিগের দুরবস্থা দুরীকরণের নিমিত্ত প্রতি নিয়ত ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দ্বারা অনতিকাল মধ্যেই তাহাদিগকে সমধিক শান্ত ও বিনীত করিয়া তুলিলেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী প্রদান দ্বারা অশন, বসন, শয়ন ও বাস স্থানের যন্ত্রণা মোচনের উপায় করিয়াদিলেন। যে সকল শিল্প কার্য্যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হয় ও চতুরতা জন্মে, এরূপ বিষয় কর্ম্মে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিলেন। যে সকল বিদ্যার আলোচনা করিলে সুখ সচ্ছন্দ মনে কারাগৃহ মধ্যে বাস ও মুক্ত হইলে

লোক সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারা যায়; ফ্রাইয়ের একান্ত অধ্যবসায় ও অনুকম্পায় সেই সকল বিদ্যাই তাহারা শিক্ষা করিয়াছিল। এক বৎসরের মধ্যেই নিউগেট্ কারাগারের অবস্থার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল। একজন কামিনীর অধ্যবসায় ও যত্ন প্রভাবে এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে, ইউরোপ খণ্ডের নানা স্থান হইতে দর্শকমণ্ডলীর সমাগম হইতে আরম্ভ হইল। রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ও বিদেশীয় পর্য্যাটকেরা কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তে তথায় আগমন করত কারাগারের এই রূপ উন্নত অবস্থা দর্শনে গুণবতী ফ্রাইকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। নীতিবেত্তা ও কবিগণ একবাক্যে তাঁহার গুণ দেশময় পরিব্যাপ্ত করিলেন।

বিবি ফ্রাই, যে কেবল নিউগেট্ কারাগারের উন্নতি সাধন করিয়া ক্ষান্ত হইলেন এমত নহে। যে সকল অপরাধিনী স্ত্রী, গুরুতর অপরাধ জন্য নির্ব্বাসিত হইত, তাহারা নানা প্রকার অত্যাচার ও অশ্রাব্য গান প্রভৃতি অতি জঘন্য কার্য্য সকল করিত; ফ্রাই তাহাদিগের সেই দুর্নীতি নিবারণ ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং অর্ণবপোতে যাইতেন। তিনি তাহাদিগের প্রতি অতিশয় দয়াশীলা ছিলেন; একদা তাঁহার একটী সন্তানের পীড়া হয়, তৎকালে প্রবল ঝড় ও মূসলধারে বৃষ্টি হইতেছিল; এমন সময়েও তিনি নির্ব্বাসিতদিগের সদুপদেশ ও উপ-

কার সাধন জন্য তাহাদিগের জাহাজে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত অধ্যবসায় এবং সদুপদেশ গুণে দুর্ব্বৃত্তা কামিনীদিগের চরিত্র সংশোধন হইয়া পরিশেষে তাহারা ঈশ্বর পরায়ণা হইয়াছিল।

ফ্রাই উল্লিখিত শুভকার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইলেন; সকলেই তাঁহার প্রতি সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করিতে লাগিল। এমন কি তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রেই কি দীনদরিদ্র কি সম্ভ্রান্ত লোক সকলেই পুলকিত চিত্তে তাঁহার প্রতি যার পর নাই ভক্তি প্রদর্শন করিত। তিনি নানা দেশীয় হিতৈষী লোকদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, তৎপরে ইউরোপীয় প্রধান প্রধান নগরস্থ কারাগৃহ, অনাথনিবাস ও বাতুলাগারের অবস্থা পরিবর্ত্তন মানসে নানা স্থানে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমধিক প্রযত্নে কতিপয় স্বদেশ হিতৈষিণী মহিলার সাহায্যে ইংলণ্ডে একটী "নারী সমাজ" স্থাপিত হয়। কারাগার প্রভৃতির সংশোধন করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত কামিনীরা এই সভাকে আদর্শ করিয়া স্ব স্ব জন্ম ভূমিতে এক একটী দেশহিতকরী সভা সংস্থাপন করেন। ফলতঃ বিবি ফ্রাইয়ের যশঃশুধাকর কিরণ রাশি সকল দেশেই তুল্য রূপ বিকীর্ণ হইয়াছিল।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথ ফ্রাই উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হন। তৎকালে তিনি সুনিপুণ চিকিৎসকদিগের

পরামর্শানুসারে কিয়দ্দিবসের জন্য সমুদ্র তীরস্থ ব্রাইটন্ নগরে বাস করেন। একদা তিনি সমস্ত রাত্রি পীড়ার অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়া প্রত্যূষে গবাক্ষ দ্বারের সন্নিকটে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে এক জন সাগর-তীরবাসী প্রহরী তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল তাহাকে দেখিয়া তাঁহার চিত্তে দয়ার সঞ্চার হয়। অধ্যয়ন ব্যতিরেকে নির্জ্জনবাসিদের অন্তঃকরণে সুস্থতা লাভের অন্য উপায় নাই; এই ভাবিয়া তিনি তাহাদিগের আবাসে উপযুক্ত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিতে একান্ত যত্নবতী হইলেন। নয় বৎসর কাল চেষ্টা করিয়া অবশেষে প্রত্যেক সমুদ্রকূলবাসী প্রহরিদিগের আবাসবাটীতে বিবিধ পুস্তক পূর্ণ এক একটী পুস্তকালয় সংস্থাপন করেন।

অতঃপর ফ্রাই ধর্ম্মপ্রচারার্থ স্কটলণ্ড, আয়ার্লণ্ড ও তৎসন্নিহিত দ্বীপ সমূহে পর্য্যটন করতঃ তত্রত্য কারাগার, বাতুলনিবাস ও চিকিৎসালয় প্রভৃতির বিলক্ষণ উৎকর্ষ সাধন করিলেন। তিনি যে স্থানে যাইতেন, সেই খানেই যথেষ্ট সম্মান লাভ সহকারে দেশহিতকর কার্য্যাদির নিয়ম প্রণালীর পরীক্ষা করিতেন। কার বাসী অপরাধিদিগের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান ও তত্তদ্দেশীয় প্রত্যেক সভায় গমন না করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইতেন না। কিছুদিন পরে তিনি পারিস্ নগরে উপস্থিত হন। তাহাতে তথাকার রাজমহিষী ও প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারিরা তাঁহাকে যথোচিত সম্মাননা করেন। তিনি দেশহিতৈষী

মহিলাগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া তাঁহা-দিগকে সদনুষ্ঠান সাধনে অধিকতর উৎসাহ দেন। অনন্তর তথাকার কারাগারে গমন করিয়া বন্দিনীগণের নিকট করুণরসপূর্ণ এক ধর্ম্মোপদেশ পাঠ করেন; উহা শ্রবণে কি কারাবাসিনী কামিনী, কি নাগরিকগণ সকলেই বিমোহিত হইয়া অশ্রুপাত করিয়াছিল। অতঃপর ফ্রাই, জর্ম্মনি দেশে গমন করেন। তদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট তিনি বিশিষ্ট রূপে সমাদৃতা হন। তথায় প্রত্যূষে প্রকাশ্য পথে ভ্রমণ করিতে করিতে দীনহীনদিগের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ের কথোপকথন এবং প্রদোষ কালে রাজভবনে রাজা ও রাজপরিবারে বেষ্টিত হইয়া নানাবিধ শুভকার্য্য সম্পাদনের আলোচনা করিতেন।

তথা হইতে ফ্রাই প্রুসিয়া রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া ডেন্মার্ক দেশে উপস্থিত হন। ঐ দেশের রাজমহিষী তাঁহার আগমন বার্ত্তা প্রাপ্তে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া যথেষ্ট অভ্যর্থনা সহকারে তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করেন। অনন্তর রাজা ও মহিষী উভয়ে তাঁহার সহিত আহারাদি সমাপন করিয়া তাঁহাকে রাণীর সংস্থাপিত একটী অনাথবিদ্যালয় দেখাইতে লইয়া যান। ফ্রাই সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী ও ছাত্রদিগের সম্যক্ জ্ঞানোন্নতি দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে রাজ্ঞীকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। পরিশেষে ছাত্রদিগকে বিবিধ উপদেশ

প্রদান করিয়া প্রত্যাগত হন। তাঁহার বাক্‌পটুতা ও উপদেশ গুণে শ্রোতা মাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল।

কি স্বদেশ কি বিদেশ সকল স্থানেই ফ্রাইয়ের সমাদরের ত্রুটি ছিল না। সকলেই তাঁহাকে এক অপূর্ব্ব স্ত্রীরত্ন বোধ করিয়া যথোচিত ভক্তি করিত। ইউরোপ খণ্ডে এমন কোন জনপদ ছিল না, যে তিনি তথাকার কারাগারাদির কোন না কোন রূপ উন্নতি সাধন করেন নাই। তাঁহার সুমধুর উপদেশ শ্রবণে সমস্ত কারাবাসিরা শিক্ষিত, বিনীত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নিয়ত ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়নে রত হইয়াছিল।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বিবি ফ্রাই মহাক্লেশে পতিত হন। ঋণগ্রস্ত হওয়াতে তাঁহার স্বামীর বাণিজ্য কার্য্য স্থগিত হয় এবং তাহাতে আবাসবাটী পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া যায়। ফ্রাই আজন্ম সুখ সম্ভোগে কালহরণ করিতেন, কখন কোন দুঃখ সহ্য করেন নাই, সুতরাং উপস্থিত দুঃখ তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিতে লাগিল। তখন কি করেন; অগত্যা স্বামীর সহিত লণ্ডননগরে জেষ্ঠ পুত্রের বাটীতে গিয়া, কিছু কালের জন্য অবস্থিতি করিলেন। দুঃখ, দুঃখের অনুবন্ধন করে। একে হতসর্ব্বস্ব হইয়া মহাক্লেশে কালযাপন করিতেছিলেন, তাহাতে আবার প্রাণ সংশয় পীড়া উপস্থিত হইয়া অধিকতর দুঃখ ঘটিল।

এই সময়ে ফ্রাই, বৃদ্ধকাল সুলভ নানাবিধ পীড়াগ্রস্ত হওয়াতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল ও অবসন্ন

হইয়া পড়িল। তজ্জন্য সকলেই অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে শ্রমসাধ্য কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকিতে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। কিছুকালের পর কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু অনতিকাল বিলম্বেই পুনর্ব্বার পীড়াক্রান্ত হইলেন। বার্দ্ধক্য দশায় পুনঃ পুনঃ পীড়িত হওয়া মঙ্গল জনক নহে; ইহা ভাবিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা, প্রতিক্ষণেই অসুখী হইতে লাগিলেন। তখন চতুর্দ্দিক হইতে কি পরিচিত, কি অপরিচিত, সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত, তদীয় আবাসে আগমন করিতে লাগিল।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বান্ধবেরা, সমুদ্রবায়ু সেবনার্থ, তাঁহাকে সাগর তীরের এক বাটীতে লইয়া গেলেন; কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র উপকার দর্শিল না, বরং উত্তরোত্তর পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তিনি মৃত্যুকাল সন্নিকট জানিতে পারিয়া, ঈশ্বরের করে আত্মসমর্পণ করিলেন। একদা পীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি আপন পরিচারিণীকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন "মেরি! আমার অতিশয় যাতনা হইতেছে, বোধ করি অধিক কাল আর ইহলোকে থাকিতে হইবে না। তুমি আমার জন্য ঈশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা কর"। অতঃপর তাঁহার সকল অঙ্গ নিশ্চেষ্ট হইয়া আসিল, যাতনায় অধৈর্য্য হইলেন, তখন তাঁহার একটী কন্যা, তদীয় শয্যার পার্শ্বে

উপবিষ্টা হইয়া ধর্ম্মপুস্তকের কিয়দংশ পাঠ আরম্ভ করিল, তিনিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন " হে প্রভো! আপনার এই চিরদাসীর মঙ্গল করুন"। এই কএকটী কথা কহিয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে আবাল বৃদ্ধ সকলেই যার পর নাই শোকাকুলিত হইয়া বিলাপ করিয়াছিল।

এলিজাবেথ ফ্রাই একজন অসাধারণ গুণসম্পন্না স্ত্রীলোক শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলপ্রকৃতি হইলেও তিনি পরিশ্রম সহকারে সমধিক বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। যাহাতে স্বদেশীয় বালিকারা বিদ্যাবতী হইয়া সাধারণের প্রতিষ্ঠাভাজন ও পরিণামে সুখী হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহার উপচিকীর্ষা বৃত্তি অতি আশ্চর্য্য! যে কোন প্রকারে হউক দীনদুঃখিকে অর্থ, ক্ষুধার্ত্তকে আহার ও রুগ্নকে ঔষধ দান করিতে পারিলেই তিনি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন। কেবল তাঁহারই প্রযত্নে ইউরোপের কারাগার সমূহের উন্নতি সাধন হইয়াছিল। যে স্থানে প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরাও গমন করিতে শঙ্কিত হইতেন, তিনি আপন বুদ্ধি কৌশলে তথায় গমন করিয়া দুর্ব্বৃত্তদিগকে উপদেশ দ্বারা স্ববশে আনিয়াছিলেন। যে সমস্ত দুর্নীতি বশতঃ বহুকালাবধি নানাবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া আসিতেছিল, ফ্রাই অবলা কামিনী হইয়াও অটল অধ্যবসায় গুণে তাহার মূল উৎপাটন করিয়া আপন

নামের গৌরব রক্ষা করিয়াগিয়াছেন। তিনি কেবল স্বদেশের হিত চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। সাধারণের হিতসাধন জন্য দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে ও লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া মানবকুলের অসীম কল্যাণ বর্দ্ধন করিয়াছেন। তাঁহার সবিশেষ যত্নে নানাদেশে "নারীসমাজ" স্থাপিত হওয়াতে সর্ব্বদেশীয় স্ত্রীজাতির কি পর্য্যন্ত না উপকার হয়। তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ অতি আশ্চর্য্য রূপে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, ফলতঃ কেবল ধর্ম্মোন্নতি সাধনের জন্যই, তিনি ধর্ম্মপ্রচারকের পদগ্রহণ করেন। ধর্ম্মের জন্য তাঁহাকে সংসারের অনেক প্রকার ভোগ বিলাসে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল। অসাধারণ ধর্ম্মশীলতা ও অসীম গুণগরিমার জন্য, তিনি নানা দেশীয় ভূপতি ও রাজপরিবার মধ্যে সমধিক আদরণীয়া এবং লোক সমাজে পরম হিতৈষিণী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যত কাল পৃথিবীতে সৎকর্ম্মের গৌরব থাকিবে, তত কাল লোকে তাঁহাকে "লোকহিতৈষিণী এলিজাবেথ ফ্রাই" বলিয়া ঘোষণা করিবে।

রুসিয়াধীশ্বরী ক্যাথারিন।

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে রুসিয়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী নিভোনিয়া প্রদেশের ডারপট্ নামক এক ক্ষুদ্র নগরে এনেকজোনা ক্যাথারিনের জন্ম হয়। তদীয় দীন হীন জনক জননী

কৃষি কার্য্য অবলম্বন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহারা প্রতিনিয়তই ধর্ম্মানুশীলন, জ্ঞানালোচনা এবং সংসারের সমুন্নতি বিষয়ে একান্ত যত্নবান্ ছিলেন বলিয়া ক্যাথারিন্‌ও শৈশব কালাবধি সাধুতা, সুশীলতা ও ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি পৈতৃক সদ্গুণ সমূহের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। শৈশব কালেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার এরূপ কোন সংস্থান ছিল না, যে তদ্দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। অধিক বয়স হওয়াতে তাঁহার জননীও আয়াসসাধ্য কোন কার্য্য করিতে সমর্থ ছিলেন না; সুতরাং ক্যাথারিনের উপরই সংসার নির্ব্বাহের সমুদায় ভার পড়িল। প্রতি দিবস সূতা কাটিয়া যে কিছু উপার্জ্জন হইত তদ্দ্বারা কোন প্রকারে আপনাদিগের দিন পাত করিতেন।

ক্যাথারিন্ যখন গৃহে বসিয়া কাট্‌না কাটিতেন, তৎকালে তাঁহার বর্ষীয়সী মাতা নিকটে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেন এবং কন্যাকে নানা প্রকার নীতিশিক্ষা দিতেন। দিবাবসানে উভয়ে প্রফুল্ল চিত্তে শাকান্ন ভোজন করিয়াই পরম সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। ফলতঃ অসন্তোষ কাহাকে বলে, তাহা তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম ছিল না। বিদ্যানুশীলন ব্যতিরেকে কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া জ্ঞানোদয় হইবার উপায়ান্তর নাই; ইহা ক্যাথারিনের মাতা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন; সুতরাং যাহাতে কন্যার শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ হয় তজ্জন্য তিনি বিশেষ

রূপে যত্নবতী থাকিতেন। ক্যাথারিন্ প্রথমতঃ মাতৃসন্নিধানে স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। পরে ধর্ম্মশিক্ষা করাইবার নিমিত্ত, তাঁহার মাতা এক বৃদ্ধ ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কাল প্রভাবে অপূর্ব্ব লাবণ্যের সহিত ক্যাথারিনের মনোবৃত্তি সকলও ক্রমশঃ বিকশিত হইল। তদীয় অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শনে অনেকানেক সমৃদ্ধিশালী কৃষককুমারেরা পাণিগ্রহণ লালসায় গমনাগমন করিতে লাগিল। ক্যাথারিন্ বৃদ্ধ মাতাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, বিবাহ করিলে পাছে তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র হইতে হয়, এই ভাবিয়া তিনি তৎকালে পরিণয় বিষয়ে ক্ষান্ত হইলেন।

ক্যাথারিনের পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, তদীয় মাতা পরলোক যাত্রা করেন, তাহাতে তিনি একেবারে নিরুপায় ও অসহায় হইয়া পড়িলেন। একাকী বাস করা অতিশয় কষ্টসাধ্য ভাবিয়া, আপন পর্ণকুটীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সেই বৃদ্ধ যাজকের বাটীতে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। বৃদ্ধ যাজকের কএকটী কন্যা ছিল, ক্যাথারিন্ তাহাদের তত্ত্বাবধায়কতা পদে নিযুক্ত হইয়া যথানিয়মে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, ওঅবসর কালে ধর্ম্ম বিষয়ে নানা প্রকার উপদেশ দিতেন। কিছুকাল পরে সেই দয়ালু ধর্ম্মাধ্যক্ষের পরলোক প্রাপ্তি

হইলে ক্যাথারিন্ বিষম বিপদে পতিত হইয়া পুনর্ব্বার উদরান্নের নিমিত্ত লালায়িত হইলেন।

এই সময়ে রুসিয়াধীশ্বরের সহিত সুইডিস্ জাতির ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। উভয় দলের যুদ্ধ ও লুণ্ঠন দ্বারা নিভোনিয়া নগর উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইল; খাদ্যদ্রব্য সকল দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় নগর-বাসিদিগের অত্যন্ত ক্লেশ ঘটিয়া উঠিল। বিশেষতঃ দুঃখীলোকদিগের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। ক্যাথারিনের এমন কোন সংস্থান ছিল না, যে এই ভয়ানক সময়ে তথায় বাস করিয়া, কোন রূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। যে কিছু সঞ্চয় হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে কয়েক খানি পুরাতন বস্ত্র এক পেটীকা-মধ্যে লইয়া তিনি সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মেরিয়েন বর্গ নগরে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। অনন্তর যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপনীত হন। তথায় রুসীয় ও সুইডিস্ লোকেরা, উভয়েই আপনা-দিগকে তৎপ্রদেশের অধিকারী জানিয়া, পলায়িত পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও তাহাদিগের প্রতি নিতান্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ক্যাথারিন্ তৎ-কালে ক্ষুধাতৃষ্ণায় এরূপ কাতর ও উন্মনা হইয়াছিলেন; যে সেই দুরাত্মাদিগের মধ্য দিয়া গমন করিতে অণুমাত্র ভীত হন নাই।

একদা সায়ংকালে ক্যাথারিন্ অনতিদূরে এক কুটীর

দেখিতে পাইয়া, রাত্রিযাপন মানসে তথায় যাইতেছেন এমন সময়ে দুই দুর্ব্বৃত্ত সৈনিকপুরুষ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। সৌভাগ্যক্রমে সহসা এক জন সেনানায়ক সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেনাপতি এই সহায়হীনা বালিকার দুরাবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলে, দুর্ব্বৃত্তেরা ভীত হইয়া, পলায়ন করিল। সুশীলা ক্যাথারিন্ এই উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, স্বীয় উদ্ধারকর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবার জন্য শশব্যস্ত এবং কি করিয়াই বা সেই সদয়হৃদয় সেনাপতিকে পরিতুষ্ট করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, নিতান্ত সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। পরে পরিচয় পাইয়া অবগত হইলেন, যে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিপালক বৃদ্ধধর্ম্মাধ্যক্ষের পুত্র। তখন তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ক্যাথারিনের যাহা কিছু অর্থ ছিল, ক্রমশঃ নিঃশেষ হওয়াতে প্রায় রিক্তহস্ত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে যে যে স্থানে কিঞ্চিন্মাত্র উপকৃত হন, তত্রত্য অতিথিসেবকদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ, আপন জীর্ণ বস্ত্র দিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার আর দ্বিতীয় পরিধেয় বসনও ছিল না। যুবক সেনানায়ক, তাঁহার দুরবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া কতিপয় মুদ্রা, কএক খানি বস্ত্র ও মেরিয়েনবর্গনগরের অধ্যক্ষ, আপন পিতৃ বন্ধুকে এক খানি অনুরোধ পত্র লিখিয়া দিলেন।

ক্যাথারিন্, মেরিয়েনবর্গ নগরে উপস্থিত হইয়া তথাকার অধ্যক্ষকে পত্র প্রদান করিলেন। তিনি সাতিশয় সমাদর সহকারে আপন বাটীতে অবস্থিতি করিতে তাঁহাকে অনুমতি করেন। অনন্তর ক্রমে ক্রমে তাঁহার অসামান্য গুণের পরিচয় পাইয়া সন্তোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক আপন দুহিতা দ্বয়ের পাঠনা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ক্যাথারিন্ তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়া সবিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

অনন্তর তাঁহার বিপদবান্ধব, সেই সেনানায়ক তথায় উপস্থিত হইলে, তাঁহার সহিত ক্যাথারিনের বিবাহ কার্য্য সমাধা হইল। দুরবস্থার সময়ে সহসা সৌভাগ্যের উদয় হওয়া, অসাধারণ আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু ক্যাথারিনের পক্ষে তাহার সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য সঙ্ঘটন হইল। যে দিনে তাঁহাদিগের পরিণয় কার্য্য সমাধা হয়, সেই দিবসই রুসিয়ানেরা মেরিয়েনবর্গ নগর আক্রমণ করাতে, সেনাপতি আপন সৈন্য সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে গমন করিলেন, কিন্তু আর প্রত্যাগত হইলেন না। তখন ক্যাথারিন্ কি করিবেন, কোথায় যাইবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, পুনর্ব্বার সেই নগরাধ্যক্ষের বাটীতে গমন করিয়া আশ্রয় যাচ্ঞা করিলেন। ইতিমধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কি দীন, কি ধনী, কি সৈনিক, সকলেই এক দশা প্রাপ্ত হইয়া আপন আপন জীবন রক্ষা বিষয়ে নিতান্ত ব্যাকুল।

মেরিয়েনবর্গ নগর হস্তগত হইলে, জয়কারীরা দুর্গ-মধ্যেই যে কেবল অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল এমত নহে, নগরবাসি আবালবৃদ্ধ, যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাদিগেরই রুধিরধারে পৃথিবী প্লাবিত করিল। ক্যাথারিন্ এই দুর্দ্দৈব সময়ে এক রুটিবিক্রেতার তন্দুর মধ্যে লুক্কাইত হইয়াছিলেন। বিদ্রোহ নিবৃত্তি ও উপদ্রব শান্তি হইলে, তিনি তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

দুঃখ, দুর্ভাগ্যের অনুগামী। ক্যাথারিন্ একাল পর্য্যন্ত অতিশয় হীন অবস্থায় কাল যাপন করিতেছিলেন; কিন্তু কখনই স্বাধীনতা রূপ অনুপম সুখে বঞ্চিত হন নাই, এক্ষণে তন্দুর মধ্য হইতে বহির্গত হইবামাত্র, এক সৈনিকপুরুষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অবিলম্বে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেন। তখন তিনি উপায়বিহীনা হইয়া সেই সৈনিক পুরুষের বাটীতে, পিঞ্জর বদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় কালহরণ করিতে লাগিলেন। তিনি, এরূপ জ্ঞানালোকসম্পন্না ছিলেন, যে এই অভিনব দুরবস্থায় পতিত হইয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্যে তাঁহার অন্তঃকরণ বিচলিত বা দুঃখিত হয় নাই। নিয়ত কর্ত্তব্য সাধন ও ধর্ম্ম চর্চ্চায় নিবিষ্ট থাকাতে, তিনি আপন প্রভুর যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সুখ্যাতি প্রচারিত হইলে রুসীয় সেনাপতি মেঞ্জিকফ্, তদীয়

প্রভুর নিকট হইতে তাঁহাকে ক্রয় করিয়া আপন সহোদরার সেবায় নিযুক্ত করিয়া দেন।

সেনাপতি ও তদীয় ভগিনী, ক্রমে ক্রমে তাঁহার সদ্গুণ সমূহের পরিচয় পাওয়াতে, তাঁহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রধান সেনানীর বাটীতে এক প্রকার সুখে থাকিয়া কাল যাপন করেন; একদা রুসিয়াধিপতি মহান্ পিতর * নিমন্ত্রিত হইয়া সেনাপতির বাটীতে মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিয়াছেন; এমন সময়ে ক্যাথারিন্ কতকগুলি শুষ্ক ফল হস্তে লইয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলে সম্রাট্ তদীয় নিরুপম রূপলাবণ্য সন্দর্শনে অত্যন্ত চমৎকৃত হন। অনন্তর আহারাদি ক্রিয়া সমাপিত হইলে মহারাজ আপন ভবনে প্রতিগমন করেন। পর দিবস সম্রাট্ কর্ত্তৃক দূত প্রেরিত হইলে ক্যাথারিন্ অবিলম্বে রাজ সন্নিধানে গমন করিলেন। রুসিয়াধিপতি, তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করত তদীয় জন্ম ও অবস্থাদির বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ক্যাথারিন্ এরূপ সুশীলতা, বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনার সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন যে সম্রাট্, বাহ্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষা

---

* পিতর, পরম দেশহিতৈষী ও প্রজারঞ্জন ছিলেন, তিনি ছদ্মবেশে নানা দেশে ভ্রমণ ও প্রজাবর্গের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া স্বদেশের সহোন্নতি সাধন করেন, এবং সমস্ত রাজগুণে বিভূষিত থাকায় "মহান্" উপাধি প্রাপ্ত হন।

তদীয় আন্তরিক উৎকৃষ্টতর গুণ গরিমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং মনে মনে তাঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষ করেন। ইতিপূর্ব্বে যিনি উদ্বাহ বিষয়ে সমস্ত সভাসদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিলেন; তিনিই অধুনা ক্যাথারিনের আন্তরিক গুণের বশীভূত ও একান্ত অনুরাগী হইয়া অবাধে তাঁহার পাণি পীড়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ক্যাথারিন্ নীচবংশসম্ভূতা বলিয়া, মহারাজ তাঁহার করগ্রহণে কোন অপমানের বিষয় বিবেচনা করেন নাই, বরং এরূপ গুণবতী কামিনী সহধর্ম্মিণী হইল, ইহা মনোমধ্যে আন্দোলন করত প্রতিক্ষণেই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে রুসিয়ার রাজধানী সেণ্টপিতরবর্গ নগরে মহাসমারোহ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বিবাহ কার্য্য সমাধা হয়। যে দিবস মহানপিতর উদ্বাহ সূত্রে বদ্ধ হইলেন, সেই দিবসেই তাঁহাকে তুরস্কদিগের সহিত যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ক্যাথারিন্ অপরিসীম সাহসিকতা সহকারে মহারাজের মন্ত্রীকার্য্য সম্পাদন করিলেন। একদা রুসিয়াধিপতির সৈন্যগণ, কোন বিপদ্ সঙ্কুল স্থানে উপস্থিত হয়; সেই স্থান এরূপ দুর্গম ও ভয়াবহ যে অবিলম্বে সকলের প্রাণনাশের সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। তখন যাবতীয় সেনাপতি একত্র হইয়া নানাবিধ উপায় কল্পনা করি-

য়াও উদ্ধার বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কিন্তু ক্যাথারিন্ তাহাতে হতাশ না হইয়া তৎক্ষণাৎ কতকগুলি বহুমূল্য রত্ন, তুরস্কপতির নিকট প্রেরণ পূর্ব্বক সন্ধি স্থাপন করত সেই দুর্গম স্থান হইতে সকলের প্রাণ রক্ষা করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্না ক্যাথারিনের এইরূপ বুদ্ধি কৌশলে, সেনাসমূহের জীবন রক্ষা হওয়াতে, জন সাধারণে প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল। মহান্‌পিতর, তাঁহার অপরিসীম বিবেক শক্তির ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন রাজধানী মস্কাউ নগরে মহাসমারোহ পূর্ব্বক তাঁহাকে আপন সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইলেন।

ক্যাথারিন্, অতি নম্র ও স্বভাবতঃ দয়াশীলা ছিলেন, অতি সামান্য অবস্থা হইতে সর্ব্ব প্রধান সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও কখন অহঙ্কারের বশবর্ত্তিনী হন নাই। মহানপিতর আপন প্রজাপুঞ্জের অবস্থার উন্নতি চেষ্টায় যেরূপ যত্নবান্ ছিলেন; ক্যাথারিন্ সেইরূপ অধ্যবসায় সহকারে স্বজাতীয় অবলাকুলের মঙ্গল সাধন বিষয়ে একান্ত অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। কেবল তাঁহারই প্রযত্নে তদ্দেশীয় কামিনীগণের লৌকিক আচার ব্যবহার সংশোধিত ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত এবং সামাজিক উৎকৃষ্টতর নিয়ম সকল সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেই দেশে "নারীসমাজ" স্থাপন, নারীগণের বিদ্যা ও গুণানুসারে উপাধি প্রদান ও তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন করিয়া পরিশেষে

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ৪৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কালগ্রাসে পতিত হন। তদীয় মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে রাজ্যের সমস্ত প্রজা অসীম শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল।

যিনি জন্মাবধি পর্ণ কুটিরে বাস করিয়া আসিতেছিলেন, যাঁহাকে শৈশব কালাবধি উদরান্নের নিমিত্ত লালাইত হইয়া বেড়াইতে হইয়াছিল, যিনি কেবল যৎসামান্য আয়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, এক্ষণে সৌভাগ্য ক্রমে তিনি এক বিশাল রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া প্রতিদিন অগণ্য দীন জনের যথেষ্ট আহার যোজনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এরূপ উন্নত অবস্থার কারণ কেবল ধার্ম্মিকতা ও সুশীলতা। যদিও তিনি মনুষ্য জীবনের যাবতীয় সুখ—সমৃদ্ধির অধিকারিণী হইয়া ছিলেন, কিন্তু কখন আপনাকে আত্মশ্লাঘা দোষে দূষিত করেন নাই, পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বদা, আপনাকে সামান্য জ্ঞান করিয়া তিনি সাধারণের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন। "অহঙ্কার, ধন ও উচ্চপদের অনুগামী" এই কথাটী তাঁহার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর হইয়াছিল। সিংহাসন আরোহণের পূর্ব্বে তিনি যে সকল সদ্‌গুণের অধিকারিণী ছিলেন তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত কখন সেই সকল গুণের বৈলক্ষণ্য ঘট হয় নাই; ফলতঃ তাহারা আজন্মকাল চিরসহচর থাকিয়া তাঁহার দেহের সহিত বিলুপ্ত হইয়াছিল।

———.

লেডি জেন্ গ্রে।*

১৫৩৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে, ইংলণ্ড দেশে লেডি জেন্‌গ্রে শরীর পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম হেন্‌রি গ্রে, এবং মাতা ইংলণ্ডাধিপতি সপ্তম হেন্‌রির পৌত্রী। জেন্‌গ্রে বাল্যকালাবধি উন্নত অন্তঃকরণ ও সুশীলা ছিলেন। শারীরিক কমনীয়—লাবণ্য অপেক্ষা তদীয় মানসিক সৌন্দর্য্য অতীব উৎকৃষ্ট ছিল। প্রথম পঠদ্দশাতেই স্ত্রীলোকের শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয়ে তাঁহার অতি সত্বরেই ব্যুৎপত্তি জন্মে; বিশেষতঃ শিল্পবিদ্যায় তাঁহার অতিশয় নৈপুণ্য থাকাতে তিনি তদ্বিষয়ক নানা-বিধ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার দুই জন ধর্ম্মোপদেশক তদীয় অধ্যাপনা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া এরূপ শিক্ষা প্রদান করেন যে, তিনি ইংরাজী ফরাসিস, ইটালী ও গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় বিশুদ্ধ রূপে লিখিতে এবং পড়িতে পারিতেন। অতি প্রাচীন ভাষা হিব্রু ও আরবিতেও তাঁহার এরূপ অধিকার জন্মিয়াছিল যে কথোপকথন কালে লোকে উক্ত ভাষাকে তাঁহার মাতৃ ভাষার ন্যায় জ্ঞান করিত। অসাধারণ ধীশক্তি ও

---

* ইংলণ্ডের রাজকুলোদ্ভব ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগকে লর্ড এবং তাঁহাদিগের গৃহিণী বা কন্যাদিগকে লেডি কহে। এক্ষণে কোন নান্য স্ত্রীতেও ঐ শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা, লর্ড গিণ্ড ফোর্ট, লর্ড বেকন। লেডি মেরি, লেডি লরেন্স।

সুগভীর বিবেচনা শক্তি থাকাতে, জন সমাজে তিনি সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এবম্বিধ গুণসম্পন্না হইয়াও তিনি স্বকীয় গুণ-গ্রামের কিঞ্চিন্মাত্র অহঙ্কার করিতেন না বরং অত্যন্ত নম্র-শীলা ছিলেন।

সম্রাট্ ষষ্ঠ এড্ওয়ার্ডের সহিত আলাপ থাকাতে, জেন্‌গ্রে মধ্যে মধ্যে রাজ সভায় ও রাজভবনে গমন করি-তেন। সম্রাটেরও তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। তিনি রাজ ভবনে অধিক কাল না থাকিয়া পল্লিগ্রামে পিত্রালয়েই বাস করিতেন। তথায় ১৫৫০খৃষ্টাব্দে সেই গ্রাম-বাসী রজর আস্কাম নামক এক বিখ্যাত ব্যক্তি জর্ম্মনি দেশে যাইবার সময়, জেনগ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া উভয়ের যে কথোপকথন হয়, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ রজর সাহেবের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে প্রকাশ করা যাই-তেছে—জর্ম্মনি দেশ গমন করিবার পূর্ব্বে আমি লেডি জেন্‌গ্রের নিকট বিদায় লইয়াছিলাম। তাঁহার পিতা মাতা, অপরাপর লোকের সহিত মৃগয়ার্থ গমন করিলে আমি তাঁহাকে পাঠাগারে গ্রীক ভাষা অধ্যয়ন করিতে দেখিলাম। অনন্তর কথঞ্চিৎ কথোপকথন হইলে পর, তাঁহাকে মৃগয়া বিমুখতার বিষয় জিজ্ঞাসিলাম। তিনি ঈষৎ হাস্য বদনে উত্তর করিলেন, মহাশয়! অধ্যয়ন জনিত সুখের সহিত তুলনা করিলে, বন—বিহার সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়; ফলতঃ উহাতে পারমার্থিক

সুখ কিছুমাত্র নাই। আমি কহিলাম বৎসে! তুমি কি রূপে এপ্রকার গম্ভীর বিদ্যারসে নিমগ্না হইলে তিনি বলিলেন আপনি শ্রবণ করিলে আশ্চর্য্য হইবেন, পরমেশ্বর প্রদত্ত সমস্ত হইতে আমি জনক জননী ও শিক্ষককে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া গণ্য করি। আমার প্রতি পিতা-মাতার সুশাসন ও শিক্ষকের স্নেহ আমার বিদ্যাভ্যাসের মুখ্য হেতু হইয়াছে। এই কথোপকথনের পর আমি তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলাম।

পরে ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে জেন্‌গ্রের মাতুলদ্বয় পরলোক গমন করিলে তাঁহার পিতা ফোক্স নগরের ডিউক (তদ্দেশীয় কুলিনের উপাধি বিশেষ) উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। নৃপতির বার্দ্ধক্য দশায় জেন্‌গ্রের পিতা ও নর্থম্বর্লণ্ডের ডিউক ভাবিয়াছিলেন যে উত্তর কালে যিনি রাজ পদে অভিষিক্ত হইবেন, তিনি আমাদিগের পদের হানি করিলেও করিতে পারেন; অতএব ভূপতির লোকান্তর হইলে যে কোন প্রকারে পারি আমরা সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিব। এই রূপে কিছুকাল গত হইলে: লেডি জেন্‌গ্রের সহিত ঐ নর্থম্বর্লণ্ডের ডিউকের পুত্র লর্ড গিণ্ড ফোর্টের বিবাহ প্রদত্ত হইল, কিন্তু এই বিবাহের নিগূঢ় অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়া অন্যের পক্ষে দুরূহ হইয়াছিল; ফলতঃ নববিবাহিত দম্পতী, ইহার বিন্দু বিসর্গও অবগত ছিলেন না। এই বিবাহ উপলক্ষে রাজ ভবনে মহাসমারোহ হইয়াছিল।

অনন্তর অল্প কাল মধ্যে ভূপাল পীড়াক্রান্ত হইলে নর্থম্বর্লণ্ডের ডিউক আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, লেডি জেনগ্রে ভিন্ন, আপনার বৈমাত্রেয় ভগিনীদ্বয় রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারিবেন না; কারণ জেন্‌গ্রে আপনার বংশ সম্ভূতা ও নানা গুণে বিভূষিতা; আপনি যদি রাজ্যের মঙ্গল কামনা করেন, তবে আত্মীয়দিগের অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া যোগ্য পাত্রে রাজ্য প্রদান করুন, ইহাতে সর্ব্বসাধারণের সম্মতি আছে। অতঃপর ডিউক এরূপ কয়েক ব্যক্তিকে রাজ সমীপে নিযুক্ত করিয়াদিলেন, যে তাঁহাদের সদ্বক্তৃতায় ও কুহকে পড়িয়া, সম্রাট্ পিতৃদত্ত দান পত্রের উপেক্ষা এবং ভগিণীদ্বয়কে বঞ্চিত করত নববিনিয়োগ পত্র লিখিয়া লেডি জেন্‌গ্রেকে রাজ্যাধিকারিণী করিলেন।

তদনন্তর রাজার মৃত্যু হইলে, জেন্‌গ্রের পিতা ও সেই ডিউক স্থির করিয়াছিলেন যে, যে পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্য নবরাজ্যেশ্বরীর হস্তগত না হয় সেই পর্য্যন্ত রাজ মৃত্যু গোপন করিতে হইবে। তজ্জন্য তাঁহারা মৃত রাজার ভগিনী লেডি মেরিকে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক কারাগার দিবার মানসে সম্রাটের নাম স্বাক্ষর করিয়া এক পত্র প্রেরণ করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—তুমি অতি ত্বরায় আমার গৃহে আসিবে, বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই পত্র প্রাপ্তি মাত্র লেডি মেরি অতি সত্বরে যাত্রা করিলেন; কিন্তু রাজা তনুত্যাগ করি-

য়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া অর্দ্ধপথ হইতে প্রত্যাগমন করাতে তাঁহাদের কৌশল হইতে মুক্তি পাইলেন। অতঃপর ঐ ডিউকেরা স্ব স্ব অভীষ্ট সাধন জন্য রাজ্যের সমস্ত প্রজার সহায়তা ও লেডি জেন্‌গ্রের সম্মতির নিমিত্ত, আরও কিছু কাল রাজ—মৃত্যু গোপন রাখিলেন। পরে জেন্‌গ্রের নিকট গমন করিয়া কহিলেন আপনি মৃত—রাজ কর্ত্তৃক রাজ্যেশ্বরী হইয়াছেন; রাজমন্ত্রী ও বিচারপতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা আপনাকে সিংহাসনারোহণের অনুমতি দিয়াছেন অতএব আপনি স্বীয় কোমল করে রাজ্য ভার গ্রহণ করুন। নিরপরাধিনী জেন্‌গ্রে এই বিষয়ে কিছু মাত্র জানিতেন না, এই অসম্ভবনীয় বার্ত্তা শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিরহঙ্কৃত চিত্তে কহিলেন রাজ-বিধি ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে মৃত সম্রাটের ভগিনীরা রাজ্যাধিকার পাইতে পারেন, অতএব অপরের প্রাপ্য বিষয় অপহরণ করিয়া আমি ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট ঘৃণাস্পদ হইতে ও আপন নামে কলঙ্ক আরোপ করিতে ইচ্ছা করি না। রাজ্য অপহরণ করিয়া সুখজনক ভোগ বিলাস ও বহুমূল্য রাজভূষণ গ্রহণে লোলুপ হইলে শান্তিকে বিনষ্ট করা হয়, বস্তুতঃ আমার জ্ঞানে এক কপর্দ্দক অপহরণ করিলেও মহাপাপ অর্শে, সুতরাং আপনাদিগের দত্ত রাজত্বরূপ সুবর্ণ শৃঙ্খলে স্বাধীনতাকে আবদ্ধ করিতে আমার অভিলাষ হয় না। যদি আমার প্রতি আপনাদের স্নেহ থাকে, তবে মহাবিপদের

মূলীভূত রাজ্যভার না দিয়া আমাকে নিরাপদে ও কুশলে রাখুন।

অবশেষে পিতামাতার উপদেশ ও আত্মীয়গণের যথেষ্ট অনুরোধের বশবর্ত্তিনী হইয়া মহাসমারোহে দুর্গমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজোপাধি গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু অশাস্ত্রীয় বলিয়া এ বিষয়ে তাঁহার অন্তঃকরণে আহ্লাদ জন্মে নাই। তিনি রাজ্যেশ্বরী হইলেন বটে কিন্তু মেঘছায়ার ন্যায় অতি অল্পকাল মধ্যে তাঁহার রাজ্য বিলুপ্ত হইল। যে দিবস জেন্‌গ্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার ত্রয়োদশ দিবস পরে মন্ত্রিগণ ও অপরাপর রাজপুরুষেরা মৃত নৃপতির বৈমাত্রেয় ভগিনী লেডি মেরিকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। এদিকে জেন্‌গ্রের পিতা আপন কন্যাকে এই বিষয়ের সংবাদ দিলেন। তাহাতে তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ না হইয়া ধীরভাবে উত্তর করিলেন পিতঃ! আমার পক্ষে পূর্ব্ব বার্ত্তা অপেক্ষা এই সংবাদ অতি আনন্দজনক। এক্ষণে আমি ঈশ্বর ও মনুষ্যের দৃষ্টিতে মহাপাপ হইতে মুক্ত হইলাম। আমি আপনাদিগের বাক্যে এবং আত্মীয়গণের অনুরোধে আপন মনের বিরুদ্ধে, যে অসৎকর্ম্ম করিয়াছিলাম, এক্ষণে প্রফুল্লচিত্তে সেই রাজ-মুকুট পরিত্যাগ করিতেছি। আমি আপন দোষ মোচনে উদ্যোগিনী আছি, ঈশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা করি, যেন আপনাদিগের দোষেরও ক্ষমা হয়।

এই রূপে জেন্‌গ্রের রাজত্ব ত্রয়োদশ দিবসেই সমাপ্ত হইল, কিন্তু দুঃখের শেষ হইল না। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সহায়তাকারী ও আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত তিনি কারারুদ্ধ হইলেন। তন্মধ্যে কতকগুলির সেই দিবসেই প্রাণদণ্ড হইল। কয়েক দিন পরে তিনি, তাঁহার স্বামী ও এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ, কারাগার হইতে বিচারালয়ে আনীত হইলেন। অতঃপর বিচারপতি রাজ-বিদ্রোহী অপরাধ জন্য প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে সেই কারাগারে প্রেরণ করিলেন। যে কয়েক দিন তথায় ছিলেন, তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে অতিকষ্ট সৃষ্টে কালযাপন করিতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে নবরাজ্ঞী মেরি, তাঁহাদিগকে তত্রস্থ উদ্যানে পাদ বিহারের অনুমতি দেন (আর আর কয়েক বিষয়েও রাজ্ঞী দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন) তাহাতে সাধারণে অনুমান করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের উভয়ের প্রাণদণ্ড না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু সে আশা ফলবতী হইল না, কয়েক দিবস পরেই তাঁহাদের প্রাণ সংহারের দিন-স্থির হইল। লেডি জেন্‌গ্রে ইহা শ্রবণ করিয়াও দুঃখিতা বা ব্যাকুলা হন নাই, বরং আপন উন্নত অন্তঃকরণকে ঈশ্বরের দিকে ধাবিত করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল তৎকালে আপন পারলৌকিক বিষয় চিন্তা করিয়া নিরস্ত হন এমত নহে, কারাগারস্থ অন্যান্য বন্দীগণকেও তদ্বিষয়ক উপদেশ দিয়া ছিলেন। তাঁহার নিধনের দুই দিবস পূর্ব্বে মহিষী মেরি জেন্‌গ্রেকে

এক ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট মৃত্যু কালীয় বিদায় লইতে পাঠান। তাঁহাদিগের উভয়ের, ধর্ম্ম বিষয়ক যে কথোপকথন হয় তাহা পাঠ করিলে অতি পাষণ্ডেরও হৃদয়ে ধর্ম্ম সঞ্চার হইতে পারে, তাহা খৃষ্টধর্ম্ম মূলক ও অতি বিস্তার।

এই উৎকৃষ্ট কামিনীর জীবন বৃত্তান্ত সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে, তিনি যে একটি প্রার্থনা, রচনা করিয়া আপন ভগিনীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহা এস্থলে প্রকাশ করা গেল—হে ঈশ্বর! আপনি আমার পিতা স্বরূপ এবং সর্ব্বাপেক্ষা মহান্। এই হতভাগিনী দুঃখে পতিত হইয়া আপনার শরণাগত হইতেছে। হে বিশ্বনাথ! যাহারা আপনাকে বিশ্বাস করে আপনি তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা, আমি পাপমগ্না, দুঃখ ভারাক্রান্তা, যন্ত্রণায় অস্থিরা ও শোকে আচ্ছন্না হইয়াছি। কর্দ্দম নির্ম্মিত এই কারাগারে অধিক কাল অবস্থিতি, ক্লেশকর বোধ করিয়া আপনকার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে করুণাময়! আপনি ব্যতীত আমার আর কেহই নাই। আমাদিগের জীবন বহুবিধ পরীক্ষাতে পরিপূর্ণ, আমরা দুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়া যত পরীক্ষিত হই, ততই আমরা পারমার্থিক মঙ্গল লাভ করিয়া থাকি। আপনকার প্রত্যাদেশ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, আমাদিগের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষাতে পতিত হইতে দিবেন না, অতএব আর বিলম্ব না করিয়া এই হতভাগিনীর প্রতি করুণা বিতরণ করুন। ইস্রায়েল বংশীয় মহারাজ সুলেমানের ন্যায় আমি বিনীত ভাবে

বিনয় করিতেছি যে আমাকে ধনাঢ্য করিও না; তাহা হইলে আপনাকে অস্বীকার করিয়া বলিব, ঈশ্বর কে? কিম্বা দরিদ্র হইলে তন্নিবন্ধন চুরি করিব ও ঈশ্বরের নাম নিরর্থক বলিব,,

হে করুণানিধান ঈশ্বর! আমার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া এমত শক্তি প্রদান করুন, যেন আর আমি আপনকার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মন্দ কর্ম্মে রত না হই। এই মহা দুঃখার্ণব হইতে উদ্ধার করিয়া দয়া বিতরণ পূর্ব্বক রক্ষা করুন। যেমন ফেরোর দণ্ড যন্ত্রণা হইতে, আপনি ইস্রায়েল বংশ সমূহকে উদ্ধার করিয়াছিলেন (ফেরোরা এই প্রায় ৪৩০ বৎসর অত্যাচার করিয়া যাহাদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছিল।) সেই রূপ কারুণিক হইয়া অনাথাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করুন। নচেৎ অতি সত্বরেই আমার আত্মাকে আপনি গ্রহণ করুন।

হে করুণাময় পিতঃ! আমি দয়া পাইতে নিরাশ হইব না, ইহা বিশ্বাস করি; অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আপনকার দয়ার প্রতীক্ষা করিতেছি; নিশ্চিত জানি যে আপনি এই অধীনীকে মুক্তা করিবেন। কারণ আমার প্রতি আপনকার কৃপাদৃষ্টি আছে, এক্ষণে আমার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহাই করুন। আপনি যে অবস্থায় রাখিবেন সে অবস্থা আমার পক্ষে সুখকরী হউক কিংবা ক্লেশদায়িনী হউক তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইব। বোধ করি আপনি আমার মঙ্গল করিবেন, অমঙ্গল কখনই করিবেন না। হে দয়াময়! আমার প্রার্থনা এই।

যিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য প্রাণ দান করিয়াছেন, তাঁহার, আপনকার এবং ধর্ম্মাত্মার মহিমা ও গৌরব অনন্তকাল স্থায়ী হউক।

লেডিজেন্, তাঁহার প্রাণদণ্ডের পূর্ব্ব রজনীতে গ্রীক ভাষার ধর্ম্ম পুস্তকের অন্তভাগের একটী সাদা পৃষ্ঠায় পত্র লিখিয়া, সেই গ্রন্থখানি আপন ভগিনী ক্যাথারিন্‌কে প্রেরণ করেন, তাহাতে এই লিখিয়াছিলেন—হে প্রিয় ভগিনী ক্যাথারিন্! আমি কায়মনে সর্ব্বদা ঈশ্বর সন্নিধানে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। তোমার নিকট এই যে পুস্তক খানি পাঠাইতেছি, যদিও ইহার পৃষ্ঠদেশ স্বর্ণে মণ্ডিত নহে, কিন্তু ইহার অভ্যন্তর মণি মুক্তা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর পদার্থে পরিপূর্ণ। এই পুস্তকে ঈশ্বরের আজ্ঞা লিখিত আছে, ইহা সর্ব্বস্রষ্টার ধর্ম্মপুস্তক এবং দান পত্র, যাহাতে তুমি অপার আনন্দ পাইতে পারিবে। যদ্যপি সরলান্তঃকরণে পাঠ করিয়া দৃঢ় মানসে ইহার অনুসরণ কর, তাহা হইলে অক্ষয় জীবন প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ঈশ্বরের ও মনুষ্যের প্রতি কি করা কর্ত্তব্য, এই বিশ্বরাজ্যে বাস কালে এবং মৃত্যু সময়ে কি রূপ অন্তঃকরণ হওয়া উচিত ইহা শিক্ষা পাইবে। পৈতৃক বিষয়াপেক্ষা ইহাতে তুমি উৎকৃষ্ট বিষয় পাইতে পারিবে অর্থাৎ পরমেশ্বর যদি তোমার পিতার উন্নতি করেন, তাহা হইলে তাহারি তুমি অধিকারিণী হইবে। মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া যদি ঈশ্ব-

রেতে আত্মা সমর্পণ কর, তাহা হইলে তুমি এমত ধনের অধিকারিণী হইবে, যে তাহা তস্করেরা অপহরণ ও কীটাদিতে বিনাশ করিতে পারিবে না। হে প্রিয় ভগিনি! দরিদ্রের ধনাকাঙ্ক্ষার ন্যায় ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করিতে তৎপরা হও এবং তরুণ বয়স বলিয়া উপেক্ষা করিও না, কারণ পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেই কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলকেই কালের করাল গ্রাসে পাতিত করিতে পারেন। সর্ব্বনিয়ন্তার প্রতি আত্মা সমর্পণ পূর্ব্বক সানন্দ চিত্তে থাক, পাপ করিলে অনুতাপ কর, এবং দৃঢ় বিশ্বাসি হও, কিন্তু দুঃসাহসী হইওনা, পরকালে স্বর্গলাভ হইবে। পরিশেষে ঈশ্বর সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি, যে তুমি সত্যপথাবলম্বিনী হইয়া অন্তে অনন্ত জীবনের পাত্রী হও।

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দের ১২ ই ফেব্রুয়ারিতে তাঁহাদিগের প্রাণ দণ্ডের দিনস্থির হইল। লেডি জেনের স্বামী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জানাইলে, তিনি অস্বীকৃত হইয়া উত্তর করিলেন, যে এসময়ে সাক্ষাৎ করিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি এবং পরলোকে গমন করিবার জন্য আমাদিগের আত্মা যেরূপ প্রস্তুত আছে, তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিবে অতএব আপনি সাহস ও দৃঢ়তা অবলম্বন করুন। যদ্যপি আপনি স্থির ও দৃঢ় চিত্ত না হন, তাহা হইলে আমার সন্দর্শন ও মধুর বচন আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে না। স্বর্গেতে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই তাপিত জীবন শীতল করিব ও তথায় নিষ্ক-

ণ্টকে বন্ধুত্ব করিতে পারিব। পরে তাঁহার স্বামী, প্রাণ দণ্ড স্থলে গমন করিবার সময়, তিনি গবাক্ষ দ্বার হইতে তাঁহার নিকট চির বিদায় লইলেন। তদন্তর স্বামীর মৃত দেহ সন্দর্শন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাতিশয় বিলাপ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার এক ঘটিকা পরে লেডিজেন্, এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষের সহিত বধ্য-ভূমিতে আনীত হইলেন। তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষেরি একত্রে প্রাণদণ্ড হইত কিন্তু পাছে দেশস্থ সমস্ত লোকে হাহা-কার ও মহাবিলাপ করে, এজন্য রাজপুরুষেরা বি-ভিন্ন স্থানে ও সময়ে তাঁহাদিগের নিধন সাধন করিতে বাধ্য হইলেন। যাহা হউক মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে তিনি, সমাগত রোরুদ্যমান ব্যক্তি সমূহকে সম্বোধিয়া এই সকল কথা বলিয়াছিলেন—হে সাধুমণ্ডলি! পিতা মাতা কর্ত্তৃক আমি মহারাণীর মহিমার বিরুদ্ধে অবৈধ কর্ম্ম করিতে স্বীকৃতা হইয়াছিলাম, যদ্যপি আমার ইচ্ছা-বশতঃ এই মহাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকি তাহা হইলে পরমেশ্বরের এবং তোমাদিগের নিকট আমি ক্ষমা প্রা-র্থনা করিতেছি। হে সহধর্ম্মাবলম্বি ভ্রাতৃগণ! আমি সত্য ধর্ম্মে বিশ্বাস পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতেছি, যিনি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য এই দণ্ড প্রদান করিয়াছেন এক্ষণে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, কারণ তিনি অনুতাপ করিবার জন্য আমাকে সময় দিয়াছিলেন। হে প্রিয় দর্শকগণ! যদবধি আমি জীবিতা আছি,

আপনারা আমার সহিত সেই পর্য্যন্ত প্রার্থনা করুন; পরন্তু ভক্তিপূর্ব্বক তিনি জানু অবনত করিয়া ধর্ম্ম পুস্তকের অন্তর্গত গীত সংহিতার ৫১ অধ্যায় পাঠ করিলেন। পরে গাত্র মার্জ্জনী ও দস্তানা দাসীকে প্রদান করত গাত্র বস্ত্র সংযত করিলে, হন্তা নিকটস্থ হইবা মাত্র, তিনি দুইটী ভদ্র মহিলার প্রতি নেত্রপাত করাতে, তাঁহারা এক খানি রুমাল দ্বারা তদীয় চক্ষুরোধ করিয়া দিলেন। অতঃপর কাষ্ঠদণ্ডের উপর দণ্ডায়মানা হইয়া কহিলেন, আশু আমাকে নিপাত কর। তদনন্তর "হে করুণানিধান জগদীশ্বর আপনকার করে আমার আত্মা সমর্পণ করিলাম" অশ্রুপূর্ণ লোচনে ইহা কহিবা মাত্র অগ্নি হন্তা কুঠার দ্বারা তাঁহার শিরচ্ছেদন করিল।

এই রূপে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে দেশের সমস্ত স্থানে শোক ও বিলাপে পূর্ণ হইতে লাগিল। ধর্ম্মাধ্যক্ষ বর্ণেট সাহেব লিখিয়াছেন যে লেডি জেন্‌র প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া বিচারপতি মর্গেন সাহেব একেবারে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিলেন। অনন্তর ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে জেন্‌গ্রের পিতার শিরশ্ছেদন হইল। তাহাতে সাধারণে শোক প্রকাশ করে নাই, কারণ অবলা কূলের তিলক স্বরূপা জেন্‌গ্রে, উহারি দোষে প্রাণ হারাইয়াছিল।

এই উৎকৃষ্ট কামিনীর অসাধারণ ক্ষমতা এবং ধীর প্রকৃতির বিষয় লিখিতে লেখনী অসমর্থ। "কথিত আছে তাঁহার ন্যায় সরলচিত্ত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ এবং

রূপবতী, গুণবতী ও দিব্যাবতী রমণী অতি দুর্লভ। এক জন ইতিহাসবেত্তা বলেন, শৈশবের সারল্য, যৌবনের সৌন্দর্য্য, প্রৌঢকালের বিজ্ঞতা এবং বৃদ্ধাবস্থার গাম্ভীর্য্য; এই গুণ চতুষ্টয় তাঁহাতে একাধারে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল"। উক্ত গুণ সমূহ অপেক্ষা তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা গুণটী সমধিক উজ্জ্বল এবং প্রধান বলিয়া পরিগণিত। তিনি ঐহিক অপেক্ষা পারলৌকিক চিরসুখকর যশঃ অন্বেষণে তৎপর ছিলেন। অল্প বয়সে নিধন হওয়াতে তাঁহার অধিক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয় নাই। যে কয়েকটী বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন, সে সকল প্রায় তাঁহার জীবন চরিত মধ্যে লিখিত হইয়াছে উক্ত বিষয় গুলি অতিশয় উৎকৃষ্ট এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়।

হাইপেসিয়া।

অনুমান, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর অন্তে মিসর দেশের অন্তঃপাতি সেকেন্দ্রিয়া নগরে হাইপেসিয়ার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা থিয়ন্, দর্শনশাস্ত্রে এক জন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। হাইপেসিয়া শৈশবকালাবধি সুচতুরা ও মেধাবিনী ছিলেন বলিয়া, উত্তরকালে একজন অসামান্য ও অদ্বিতীয় নারী রূপে গণ্য হইবেন, ইহা অনেকেই বিবেচনা করিতেন। থিয়ন্ আপন কন্যার ঐরূপ মেধা ও বিদ্যানুরাগ দেখিয়া আহ্লাদিত চিত্তে স্বয়ং তাঁহার শিক্ষকতা কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। পরে অল্প কাল

মধ্যেই হাইপেসিয়া যথাযোগ্য অধ্যয়ন করিলে; তাঁহার পিতা তাঁহাকে গণিত বিদ্যা-শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে ক্ষেত্রতত্ত্ব ও জ্যোঃতিষশাস্ত্রে তাঁহার এরূপ দক্ষতা জন্মিল, যে পণ্ডিত সমাজে তিনি একজন প্রধান বিদ্যাবতী বলিয়া প্রসিদ্ধা হইলেন। স্বাভাবিক সদ্‌গুণে স্ত্রীজাতির মধ্যে তৎকালে, তিনিই গৌরবান্বিতা ও সর্ব্বশ্রেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের কথাদূরে থাকুক, এমন কি, সে সময়ে কোন পুরুষও তাঁহার উপমাস্থানীয় হইতে পারেন নাই।

পূর্ব্বকালে সেকেন্দ্রিয়ানগর বিদ্যালোচনার এক প্রধান স্থান ছিল। তথায় প্রধান প্রধান বিদ্যামন্দির ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সকল থাকাতে, বিদ্যার্থিগণ নানা-দেশ হইতে আগমন করিয়া অধ্যয়ন করিত। তদ্দেশে আগন্তুক পণ্ডিতবর্গের সহিত, হাইপেসিয়ার বিলক্ষণ সদ্ভাব হয়, সুতরাং তিনি তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে, সকলেরি মতামত সুন্দর রূপে অবগত হইয়াছিলেন। যিনি যে বিদ্যার যতদূর উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন, হাইপেসিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেই বিদ্যা শিক্ষা করিতে ত্রুটী করেন নাই। বাস্তবিক সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা থাকিলে সকল বিদ্যাই শিখিতে পারা যায়, হাইপেসিয়া তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। লেখা পড়া ব্যতীত তাঁহার আর কোন কার্য্যে মনোনিবেশ ছিল না; তিনি অন্যান্য সমুদায় কর্ম্মে একেবারে জলা-

ঞ্জলি দিয়া অতিশয় যত্ন সহকারে গ্রীস দেশীয় পণ্ডিত প্রধান এরিষ্টট্‌ল কৃত ন্যায়শাস্ত্র ও প্লেটো প্রণীত দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়নে কয়েক বৎসর অতি বাহিত করেন; এবং তাহাতে, তাঁহার এরূপ ব্যুৎপত্তিলাভ হইয়াছিল যে তৎকালীয় পণ্ডিতবর্গ, উক্ত শাস্ত্রের যে সকল অংশ দুরূহ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, তিনি অনায়াসে তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। কেবল তিনি উক্ত শাস্ত্রদ্বয়েই যে ব্যুৎপন্না হইয়া ছিলেন, এমন নহে, অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ জ্ঞান জন্মিয়া-ছিল। এতদ্ভিন্ন সুকুমার বিদ্যা ও বক্তৃতা বিষয়ে এরূপ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, যে মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বিদ্যার কল্পতরু বিশেষ জ্ঞান করিতেন। মনুষ্য, যতদূর বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারে তাহার সহিত মনোহর বক্তৃতাশক্তি মিলিত হইলে, সমধিক শোভা পায় সুতরাং যখন তিনি দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র বিষয়ক বক্তৃতা করিতেন, তখন সহস্র সহস্র লোক এককালে মোহিত হইয়া থাকিত, তন্নিমিত্তে তিনি যে কেবল সাধারণের প্রশংসার পাত্রী হইয়াছিলেন এরূপ নহে, সমস্ত কৃতবিদ্য ও সুবিখ্যাত দর্শনবেত্তাদিগের নিকটেও তিনি সম্পূর্ণ যশঃ ও খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে সেকেন্দ্রিয়ানগরে অতিশয় বিদ্যার চর্চ্চা হইত। ছাত্রগণের জ্ঞানালোচনার

নিমিত্ত তথায় বিবিধ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়; হাই-পেসিয়ার পিতা পণ্ডিতবর থিয়ন্, তাহার অন্যতম বিদ্যালয়ের এক জন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আপন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, বিদ্যা-বতী হাইপেসিয়া সেই উচ্চপদে অভিষিক্ত হইলেন। যৎকালে তিনি আপন পদে সন্নিবিষ্ট হইয়া শিষ্যগণকে দর্শন শাস্ত্রের উপদেশ দিতেন, সেই সময়ে তদীয় জ্ঞান-পূর্ণ সুমধুর উপদেশ শ্রবণের অভিলাষী হইয়া, তথায় বহুপ্রদেশীয় পণ্ডিতগণ সমাগত হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমুজ্জ্বল যশঃপ্রভা, সর্ব্বত্র প্রতিভাত হইলে, পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জনপদের বিদ্যার্থিগণ সেকেন্দ্রিয়ানগরে উপস্থিত হইতে লাগিল। ইউরোপ ও আসিয়া হইতে কত ছাত্র যে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিত, তাহার সংখ্যা হয় না। তিনি যেমন বিদ্যাবতী তেমনি সচ্চরিত্রা ও নিরুপম রূপবতী ছিলেন; তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র ও সদ্গুণ সকল না থাকিলে, তদীয় সৌন্দর্য্যের কথা উল্লেখ করা কখনই সংগত হইত না, কারণ যে নগরে পৃথিবীর নানাপ্রকার লোক মিলিত হই-য়াছিল, যে স্থানে দুই প্রধান পক্ষের (পৌতলিক ও খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের) দলাদলি চলিতে ছিল, যথায় হিংসা দ্বেষাদিরও অভাব ছিল না, অবশ্যই তথায় মনুষ্যের চরিত্রে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা, কিন্তু তদীয় বিশুদ্ধ স্বভাবে অনুমাত্র দোষ স্পর্শ হয় নাই। তাঁহার জীবন-চরিত লেখক খৃষ্টীয়ান্ ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ এক বাক্যে

তদীয় অনুপম উৎকৃষ্ট চরিত্রের বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত এরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যে যদি তাঁহারা বিশেষ করিয়া না লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে হাইপেসিয়া কোন্ ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন, অদ্যাপিও তাহা নির্ণয়করা দুরূহ হইত, ফলতঃ তাঁহাদিগের বাক্যানুসারেই তাঁহার পৌত্তলিক ধর্ম্ম সপ্রমান হইয়াছে।

অশেষ গুণ সম্পন্না হাইপেসিয়া যে জ্ঞান ও বিদ্যার নিমিত্ত সর্ব্বত্র যশস্বিনী হন; এবং যে জন্য দেশের ভূপতিও তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে অসম্মানের বিষয় বোধ করেন নাই, অবশেষে তাহাই তাঁহার বিনাশের হেতু হইল। এতক্ষণ আমরা যাঁহার গুণকীর্ত্তন ও জীবন চরিত পাঠে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম, এক্ষণে সেই অসামান্যা কামিনীর মৃত্যুর বিষয় উল্লেখ করিয়া ততোধিক দুঃখিত হইতেছি। তিনি কোন পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই, তদীয় নির্ম্মল স্বভাবে এরূপ কোন উৎকট দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না, যে কোন প্রকারে তিনি দণ্ডনীয় হইতে পারেন। কতকগুলি লোক বিবেচনা করিয়াছিল, যে হাইপেসিয়া রাজাকে কুমন্ত্রণা দিয়া আমাদিগের অপকার চেষ্টা করিতেছেন, এই শঙ্কা প্রযুক্ত, একদা তাহারা দলবদ্ধ হইয়া অকস্মাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করত একেবারে শস্ত্র দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিল। এই রূপে নারীকুলের গৌরব স্বরূপা হাইপেসিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চশতাব্দি প্রারম্ভে প্রাণত্যাগ করেন।